৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

কাজের খবর

২এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ৫ ফাল্গুন – ১১ ফাল্গুন, ১৪২৯ ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি – ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 18, 18 February - 24 February, 2023 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কারচুপি করে পাওয়া ১৯১১ জন স্কুল গ্রুপ ডি কর্মীর চাকরি বাতিল হয়ে গেল। এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জারি করে দিয়েছে চাকরি বাতিলের বিজ্ঞপ্তি।

রবিবার : বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এ রাজ্যের

রাজ্যপাল থাকাকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য করার বিল এনেছিল তৃণমূল সরকার। সে বলে তিনি সই করবেন না বলে জানিয়ে দিলেন বর্তমান রাজ্যপাল।

সোমবার : ঝাড়খন্ডের এক আইনজীবী ৫০ লক্ষ টাকা সহ

কলকাতায় ধরা পড়ার মামলায় তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে। তাতে আপত্তি জানিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনার গিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। আপত্তি খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

মঙ্গলবার : ৭০০ বছর পর হুগলির ত্রিবেণীতে অনুষ্ঠিত হল

বঙ্গের কুম্ভমেলা। অগণিত সাধু ও সাধারণ মানুষ সামিল হয়েছিলেন এই কুম্ভস্নানে। তিনদিন ধরে চলে মেলা ও নানা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান।

বুধবার : রাজ্য জুড়ে রুবেলার টিকাকরণে সবচেয়ে পিছিয়ে

রয়েছে কলকাতা আর তার মধ্যে পিছিয়ে ১৫ বরোর গার্ডেনরিচ মেটিয়াবুরুজ। পালস ও কোভিড টিকাকরণেও দেখা গিয়েছিলো একই চিত্র। টিকাকরণ বাড়াতে কাজে লাগানো হচ্ছে ইমামদের।

বৃহস্পতিবার : রাজ্যপালের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত রাজভবন

থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে পাঠানো হল তাঁর পুরানো দপ্তর পর্যটনের বিশেষ সচিব হিসাবে। ভুল তথ্য প্রদানের জন্য নন্দিনীর বিরুদ্ধে তদন্ত চান রাজ্যপাল।

শুক্রবার : ৮৬ বছর বয়সে চলে গেলেন ভারতীয় ফুটবলের

আর এক রত্ন অকৃতদার তুলসীদাস বলরাম। ৬২ অলিম্পিকে সোনাজয়ী দলের সদস্য বলরাম উচ্চারিত হন চুনি পিকের সঙ্গে এক সারিতে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ধন্দ বাড়াচ্ছেন গোয়েন্দারা

ওঙ্কার মিত্র

গোয়েন্দা গল্পের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ চিরকালীন। ছোটবেলার অরন্যদেব ম্যানড্রেক দিয়ে শুরু করে স্বপনকুমার হয়ে তা গিয়ে পরে সত্যজিতের ফেলুদা, শরদিন্দুর ব্যোমকেশ বক্সি, নিহার রঞ্জন গুপ্তের কিরীটি রায় সমুদ্রে। এরপর রয়েছে শার্লক হোমসের মহা সমুদ্র। সব জায়গাতেই জটিল ধন্দ, রহস্য সমাধান করে দিয়েছেন এই সব পোড় খাওয়া গোয়েন্দারা। সেই বাঙালির কপালে এখন বর্তমান সরকারের সৌজন্যে গোয়েন্দাদের দাপাদাপি। তবে এঁরা নিজেরা আসেননি। রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি রহস্য উদ্ঘাটন করে মাথাদের খুঁজে বার করতে এঁদের ডেকে নিয়ে এসেছেন মহামান্য বিচারপতিরা।

সারদা চিট ফান্ড, নারদ অপারেশনে নেতাদের প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়া, গরু, কয়লা পাচার, রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচাপতিরা। এসব কেলেঙ্কারিতে টাকার গন্ধ পেয়ে তাতে যোগ দিয়েছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দারাও। আবার দুর্নীতির পাশাপাশি রাজ্যে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসের তদন্ত করছেন এনআইএ–এর গোয়েন্দারা। বাঙালিও তার গোয়েন্দা মন নিয়ে লক্ষ্য করে চলেছে প্রতিদিনকার গতিবিধি। মাঝে মধ্যে দু একটা ধরপাকড়, দু একটা তল্লাশি, দু একটা শুনানী, দু একটা জিজ্ঞাসাবাদ শোরগোল তুললেও সব কিছু যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। রহস্যের সুতোটা গুটিয়ে আনার বদলে গোয়েন্দারা নিজেরাই সেটাকে বড় করে চলেছেন প্রতিদিন। এমন আচরণ দেখে সাধারণ বাঙালি তো কোন ছাড় খোদ বিচাপতিরাই অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। তাঁরা কখনও অফিসার বদলাচ্ছেন কখনও অফিসারদের সতর্ক করছেন। কিন্তু ফল কিছুই মিলছে না।

আর এখানেই রহস্য উদ্ঘাটনে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে বাঙালির গোয়েন্দা মন। প্রথমত সারদা সহ বিভিন্ন চিট ফান্ড মামলার তদন্ত আদৌ চলছে কিনা কেউ জানে না। কবে টাকা উদ্ধার

হবে, কবে প্রতারিতরা টাকা পাবে, কবে মাথারা ধরা পড়বে তা নিয়ে আদালতেরও আর মাথাব্যাথা আছে বলে মনে হয় না। বরং একদিকে প্রতারিতদের জীবন দারিদ্রে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর অন্যদিকে যারা অভিযুক্ত তারা রং চং মেখে ধোপদুরস্ত পোশাকে গলা ফাটিয়ে জানান দিচ্ছে রাজনীতি পাশে থাকলে কুছ পরোয়া নেই। দ্বিতীয়ত নারদ অপারেশনে যাদের হাতে করে ঘুষ নিতে দেখা গেল বহাল তবিয়তে জনপ্রতিনিধি হয়ে আইন সভার সদস্য হয়ে তারাই বগল বাজাচ্ছেন। গোয়েন্দারা বিচারপতিদের কি বুঝিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তার হদিশ পেতে বাঙালি মন উদগ্রীব। তৃতীয়ত ভোট পরবর্তী হিংসা, বিস্ফোরক, অস্ত্র উদ্ধারে এনআইএ–র গোয়েন্দারা আদৌ তদন্ত করছেন কিনা তা বোঝার উপায় নেই।

এখন শোরগোল দিয়ে চলছে চাকরি, গরু, কয়লা পাচারের রহস্য উদ্ঘাটনের পালা। কিন্তু এ পালায় শুরুর জগঝম্পো আর বিবেকের গান এত সময় নিচ্ছে যে আসল নায়ক নায়িকার অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে বাঙালি নন। এমনকি বিচারপতিরাও। তারাও প্রশ্ন করছেন এভাবে আর কতদিন বসে থাকতে হবে। তদন্তকারীরা বলছেন আরও কিছুটা সময় লাগবে।

বাঙালি ঘর পোড়া গরু। এমন কত পথভোলা তদন্ত দেখেছে আগে। তাই তারা জানতে চায় এ সময় কিসের? তথ্য অনুসন্ধানের না রাজনৈতিক সেটিং–এর। এই পালা কি ২০২৪–এর নির্বাচন অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার চুক্তি পাকা হয়ে গিয়েছে। তাঁর পর সব পথ হারিয়ে যাবে রাজনৈতিক সমীকরণের বিস্তীর্ণ বালুচরে। গোয়েন্দাদের আচরণ বলছে বিচারক, সাধারণ মানুষের অগোচরে একটা টাইম গেম চলছে যার হদিশ পেতে হিমশিম খাচ্ছে সংবাদ মাধ্যমও। আজ গোয়েন্দা কাহিনীর বাঙালি স্রষ্টারা কেউ ইহজগতে নেই। চলতি রহস্য উদ্ঘাটনের পূর্বাভাস পাওয়ার উপায় নেই।

এ দায়িত্ব এখন বাঙালির নিজের। দুর্নীতি আর তা ধরার মন ভোলানো খেলা কি ভাবে ৭৫ বছর ধরে বাঙালিকে প্রতারিত করে চলেছে রাজনীতির বাইরে বেরিয়ে তা নিয়ে ভাবতে হবে বাঙালিকে। অবশ্য এখন বাংলায় এমন ভাবুক বাঙালির সংখ্যা এতোই কম যে আদালতের উপর আস্থা রাখা ছাড়া রাস্তা নেই।

আইসিডিএস’এর টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত–১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কালিয়ানি এলাকা। এখানে আইসিডিএর–এর ঘর তৈরির টাকা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এখানে আইসিডিএস–এর টাকা আসলেও সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। সম্প্রতি বারাসত–১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শনে এলে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল দাস বলেন, গ্রাম সদস্যরা এখানে জায়গা মেপে স্কুল তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেও পরবর্তীতে জায়গার ঘাটতি দেখিয়ে তা বাতিল করেন। জমি মাপজোক করে স্কুল নির্মাণের ফলক পর্যন্ত পোঁতা হলেও তা কি করে বাতিল হয়?’ এই প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন এখানে গ্রামের বহু ছেলেমেয়েরা পড়ে। এখন যে অস্থায়ী ঘর দেখছেন এটা আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত চাঁদা তোলা টাকায় তৈরি করেছি। কিন্তু পাকা ঘরে নির্মাণ না হলে বাচ্চারা অসুবিধায় পড়ছে। এখানে একটা শৌচালয় পর্যন্ত নেই।’ অভিযোগ শোনার পর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

আরশাদ উদ জামান বলেন, ‘কাজ খুব শীঘ্র শুরু হবে। কাজ হওয়ার আশ্বাসে বোর্ড বসানো হয়। কিন্তু কেন্দ্র টাকা না দেওয়ায় ঘর নির্মাণ করা যায়নি। তবে যেহেতু এটা আমার পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত তাই এটা আমারই লজ্জা। কেন্দ্রীয় সরকার আইসিডিএস–এর টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটা সম্পন্ন করার চেষ্টা করছি।’ এদিকে আইসিডিএস–এর টাকা এখানে আসার পর তা অন্য খাতে ব্যয় হয়ে যায় বলে জানান বারাসত–১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মহ. ইছা সরদার। তবে তিনি দুর্নীতির অভিযোগ মানতে নারাজ। তবে আইসিডিএস–এর ঘর খানিকটা উঠে বন্ধ হয়েছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন আমাদের ব্লকে মোট সাড়ে তিনশো আইসিডিএস। তার মধ্যে নিজস্ব বিল্ডিং রয়েছে মাত্র একশো একুশটির। বাকিগুলো সবই কোনও প্রাইমারি স্কুলের বারান্দায়, কোনওটা কোনও ক্লাব ঘরে। এভাবেই চলছে। এখানে স্থানীয় মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে স্কুল তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু তারপরে আইসিডিএস–এর জন্য যতটা জায়গা দরকার ছিল, এখানে তা অকুলান পড়ে। প্রথমে এমএসডিপির সাড়ে সাত লাখ টাকা এসেছিল কিন্তু জায়গার অভাবে কাজ না হবার কারণে সেই টাকা অন্যত্র যায়। আবার এনআরইজিএস–এর প্রায় ১২ লাখ ৯৬ হাজার টাকার অনুমোদন হয়। কিন্তু ওয়ার্ক অর্ডারের আগেই কেন্দ্র আইসিডিএস–এর টাকা বন্ধ করে দেয়। ফলে কাজও বন্ধ হয়ে

এরপর পাঁচের পাতায়

নদী ভাঙনের কবলে ফলতার তারাগঞ্জ গ্রাম

অর্ঘ্য রায়

এগিয়ে আসছে নদী, ভাঙছে বাঁধ। নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে আস্ত গ্রাম সহ গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। আতঙ্কে দিন গুণছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভার তারাগঞ্জ জেলেপাড়ার কয়েক হাজার বাসিন্দা।

কথায় আছে নদীর ধারে বাস, তার চিন্তা বারো মাস। হুগলি নদীর পূর্বপাড়ের ফলতা, যেখানকার বেশিরভাগ মানুষের জীবন–জীবিকা কৃষিকাজ। নদী ভাঙনের জেরে একের পর এক জমি চলে গেছে হুগলি নদীগর্ভে। নদী বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বর্তমানে বেহাল অবস্থা ফলতা বিধানসভার নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা। এরইমধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ফলতার তারাগঞ্জ গ্রামের। নদী বাঁধ ভাঙতে ভাঙতে পৌঁছে গেছে গ্রামের সীমানায়। হুগলি নদী তীরবর্তী বাঁধ এলাকায় রয়েছে তারাগঞ্জ জেলেপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে এলাকার শতাধিক ছাত্র–ছাত্রীরা পড়াশোনা করে। নদী বাঁধ ভাঙতে ভাঙতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যেকোনো মুহূর্তে তারাগঞ্জ জেলেপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি তলিয়ে যেতে পারে নদীগর্ভে। ঝুঁকি নিয়ে নিত্যদিন চলে স্কুলের পঠন–পাঠন।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা জানায়, ভরা কোটালের জোয়ার এমনকী নদী থেকে

জাহাজ গেলেই জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় এলাকা। সেই সময় ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে স্কুলের দোতালায় পঠন পাঠনের কাজ করতে হয়। নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তারা। কিন্তু তাতে মেলেনি কোন সুরাহা। আজ পর্যন্ত নদী বাঁধ মেরামতের কোনো কাজ হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে গ্রামের বাসিন্দারা জানান, ভোট আসে ভোট যায় গ্রামে আসেন জনপ্রতিনিধিরা কিন্তু তাদের সমস্যার কথা জানা সত্ত্বেও আজও কোনো সমাধান হয়নি। নদী বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় হুগলি নদী থেকে যখন জাহাজ যাতায়াত করলেই জলোচ্ছ্বাসে জল ঢুকে যায় এলাকায়। ভরা কোটালের সময় আতঙ্কের প্রহর গোনেন তারাগঞ্জ এলাকার বাসিন্দারা। যখন–তখন নদীর নোনা জল ঢুকে পরে এলাকায় প্লাবিত হয় কৃষি জমি, প্লাবিত হয় উঠান তখন ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয় অন্যত্র।

অবশ্য নদীভাঙ্গন নিয়ে ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর খান বলেন, ফলতা বিধানসভা নদী তীরবর্তী এলাকায় বিগত কয়েক বছর ধরে বিস্তর ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ইতিমধ্যেই লিখিতভাবে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাঁধ মেরামতের টেন্ডার পাশ হয়ে গেছে বলেও জানান। আর্থিক অনুদান এলে অতি শীঘ্রই বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করা হবে বলে জানান তিনি। কিন্তু কবে? এ প্রশ্নই সকল গ্রামবাসীদের চোখে–মুখে। উত্তর কিন্তু কারো জানা নেই। তাই আতঙ্কের প্রহরকে নিত্য সঙ্গী করে সাহায্যের আশায় চেয়ে রয়েছেন তারা সকলেই।

নাগরিক মঞ্চের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের বজবজ–২ নম্বর ব্লকে ডেপুটেশন দেয় রায়পুর গদাখালী নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। বুড়ুল থেকে বিড়লাপুর পর্যন্ত হুগলি নদী তীরবর্তী প্রচুর মানুষ হুগলি নদীতে বালি কেটে জীবিকা চালাতো। কিন্তু গত চার মাস ধরে প্রশাসন বালি কাটা বন্ধ করে দিয়েছে। তারই প্রতিবাদে এই ডেপুটেশন। মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক বাসুদেব কাবড়ী জানালেন– ওরা চার পাঁচ যুগ ধরে নদীতে ভাঁটার সময় জেগে ওঠা চর থেকে বালি তুলে আনে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে। আমাদের প্রয়োজন মেটায় বিনিময়ে ওদের কোনো প্রকারে সংসার চলে। নদীর নাব্যতা রক্ষা করে। সেটাকেই বেআইনী তকমা দিয়ে প্রশাসন চার মাস আগে বন্ধ করে দেয়। রায়পুর, গদাখালী নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে গত ৪ ফেব্রুয়ারি হাজারের বেশি মানুষ নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কোনও সুরাহা না হওয়ায় অর্ধাহারে থাকা মানুষগুলো পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জীর স্মরণাপন্ন হয় এবং স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উনি খুব গুরুত্ব দিয়ে শোনেন এবং সমস্ত স্তরে জানিয়ে আগামী রবিবারের মধ্যে অসহায় বালি শ্রমিকদের কাজ ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট হবেন।

জঙ্গলে আগুন নেভাতে এগিয়ে এলেন মহিলারা

অমিত মণ্ডল

বকখালি : অবশেষে বকখালির জঙ্গলে আগুন নেভানো সম্ভব হল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পরেই জঙ্গলের সবুজ গালিচার পথ কালো ছাইতে পরিণত হয়েছে। চারদিকে ঝলসে যাওয়া ক্যাকটাস গাছের সারি। ছাই ছাপা গাছের গুঁড়ি থেকে সাদা ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বকখালি জঙ্গলের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর মঙ্গলবার সেখানে এমনই দৃশ্য দেখা গেল। সোমবার রাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও মঙ্গলবার সকাল থেকে আবারও বনাঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় ধিকিধিকি করে আগুন বেরোতে দেখা যায়। জঙ্গলের সংকীর্ণ রাস্তার জেরে সোমবার দমকলের গাড়ি ঢুকতে পারেনি। তাই বকখালি বন বিভাগের পক্ষ থেকে রাতভর দুটি জেসিবি লাগিয়ে আগুন লাগা জায়গা গুলিকে সাদা বালি চাপা দেওয়া হয়। রাতভর বনকর্মীরা সেই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারা গেলেও সকালে কিছু কিছু জায়গায় আগুনের ফুলকি দেখা যায়। জঙ্গল বাঁচাতে তাই মঙ্গলবার ভোর থেকে আগুন নেভানোর কাজে নেমে পড়েন গ্রামের প্রমিলা বাহিনী। বালতি, কলসিতে জল ভরে জঙ্গলের আনাচে–কানাচে পৌঁছে যান তাঁরা। এরা বকখালি লাগোয়া গ্রামের মহিলা। প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন মহিলা আগুন নেভানোর কাজে মঙ্গলবার সকাল থেকে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন বকখালীর জঙ্গলে। তাঁদের সাহায্য করতে বকখালি বন বিভাগের তরফ থেকে ট্রাক্টারে করে জলের ব্যারেল পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখান থেকে জল নিয়ে চারদিক ছড়িয়ে পড়ে কাজ করেন প্রমিলা বাহিনীরা। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে আসেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সহ বিভাগীয় বন আধিকারিক চিন্ময় বর্মন। তিনি বকখালি বন বিভাগের রেঞ্জার বিমল মাইতি সহ অন্যান্য বন কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পুরো জঙ্গলটা ঘুরে দেখেন।

তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কেউ বা কারা জঙ্গলে ঢুকে বিড়ি বা সিগারেট জ্বালিয়ে ফেলে দেওয়ার কারণে আগুন লাগার ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়াও কোন ভবঘুরে হয়তো জঙ্গলের পাতা এক জায়গায় জড়ো করে আগুন ধরাতে গিয়েই এই বিপত্তি। তবে সবটাই অনুমান। এখনো পর্যন্ত আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের অতিরিক্ত বন আধিকারিক চিন্ময় বর্মন বলেন, কারণ অনুসন্ধান করতে সব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই সেটা জানা যাবে। থানাতেও একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ১০০ হেক্টরের বেশি এলাকা জুড়ে বকখালির এই বনাঞ্চল। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় চার হেক্টর জঙ্গল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

ঘোড়ামারা দ্বীপে ভাঙন অব্যাহত, তবুও চলছে প্রতিরোধের লড়াই

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর দ্বীপের উত্তরে ঘোড়ামারা আর দুই দ্বীপের মাঝে ছিল লোহাচরা দ্বীপ। সেটা নদী গর্ভে ডুবে গেছে। এখন একই আশঙ্কায় আছে ঘোড়ামারা। ১৯৬৯ সাল থেকে এখানে ভাঙন শুরু হয়। ২০১০ সাল থেকে এই দ্বীপের উত্তর–পূর্ব দিক প্রবল ভাঙনের মুখে পড়ে। প্রশাসনের হিসাবে ১৩০ বর্গ কিলোমিটার থেকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে দ্বীপের আয়তন দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৫ বর্গকিলোমিটার। ইতিমধ্যেই অনেকেই ভিটে মাটি ছেড়ে অন্যত্র পুনর্বাসন নিয়েছেন। সম্প্রতি ‘ভেটিভার’ নামে এক বিশেষ ধরনের ঘাস লাগিয়ে মাটি ক্ষয় প্রতিরোধের চেষ্টা করছে প্রশাসন।

সাগর ব্লকের অন্তর্গত এই ঘোড়ামারা দ্বীপে ১২০০ পরিবার আছে। জনসংখ্যা প্রায় ৪৫০০ জন।

আমফান এবং ইয়াস ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই ঘোড়ামারা দ্বীপ। ঘাসিমারা মৌজায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণভাবে নদীতে তলিয়ে যায়। অনেকে গরু–ঘর– বাড়ি বেচে অন্যত্র চলে যায়। তবে করোনার পর আবারও স্থানীয় মানুষজন ঘোড়ামারা দ্বীপকে বাঁচাতে কোমর বেঁধে নেমেছে।

সাগর ব্লকের বিডিও সুদীপ্তকুমার মণ্ডল জানালেন, ওই দ্বীপে ঘাসিমারা প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন করে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দপ্তর টাকাও বরাদ্দ করেছে, টেন্ডার করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই বিদ্যালয় নির্মাণ হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নতুন একটি ফ্লাড সেন্টার উদ্বোধন করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এইখানে দ্বীপের মানুষজনদের রাখা হবে। সেচ দপ্তর নদী বাঁধ সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছে তৎপরতার সঙ্গে।

ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীব সাগর জানালেন, এই দ্বীপে ভাঙন চলছেই, তবুও প্রতিরোধের লড়াই চলছে।

তলিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ামারা –নিজস্ব চিত্র

ঘাসিমারা মৌজা প্রায় বিলুপ্ত। শিক্ষা দপ্তর নতুন প্রাইমারি বিদ্যালয়ের জন্য ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। নতুন করে পান বরজ ও পান চাষের চেষ্টা করা হচ্ছে। পানই এখানকার মূল অর্থনীতির উৎস। মৎস শিকারও এখানকার মানুষদের জীবিকার বিষয়। এই দ্বীপে বিদ্যুৎ যায়নি। তবে সোলার লাইটের ব্যবস্থা আছে। সোলার প্ল্যান্ট বসিয়ে বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ সংযোগের খুব দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে। দ্বীপে ৫৬টি টিউবওয়েল আছে। জলস্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। অধিকাংশ রাস্তাতে ইঁট বিছানো হয়েছে। জেলা পরিষদ থেকে দুকিলোমিটার রাস্তা ঢালাইয়ের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই দ্বীপে পাকা পোক্ত ফেরিঘাট ভাঙনের কারণে করা যাচ্ছে না। লট নম্বর–৮ থেকে এই দ্বীপে ফেরি সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। মানুষের লড়াই চলছে ঠিকই তবে প্রকৃতির কাছে বড়ই অসহায় মানুষ। কতদিন টিকে থাকে ঘোড়ামারা দ্বীপ সেটাই এখন দেখার।

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 18, 18 February - 24 February, 2023

উত্তরের আঙিনায়

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির ১নং ওয়ার্ডের ধরম নগর এলাকায় আগুন লাগার ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল বেশ কয়েকটি বাড়ির। বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। অনেকেই প্রায় ঘরছাড়া হয়ে গিয়েছিলেন। জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছিল প্রচুর। শিলিগুড়ি পুরনিগম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এবারে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা হল। এদিন উপস্থিত ছিলেন মেয়র, ডেপুটি মেয়র সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্যান্য এম এম আই সিরাও। এদিন

মেয়র জানান এই শীতে আগুনে পুড়ে ছাই ওদের ঘর। প্রচণ্ডভাবে সমস্যা নিয়ে কাটাচ্ছিল ওরা। কিছু অর্থ এবং জামাকাপড় আর খাবার দাবার তুলে দেওয়া হল। বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছিল বুঝে গিয়েছিলাম। ওরা হাসুক এটাই চাই, জানালেন মেয়র।

ফুটপাত দখলমুক্ত অভিযানে শিলিগুড়ি পুরনিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে অনেকেই দোকান করছেন। এদিন দখল ফুটপাত মুক্ত করতে অভিযানে নামে শিলিগুড়ি পুরো নিগম। এদিন পুলিশের উপস্থিতিতে শিলিগুড়ি পুরো নিগমের তরফ থেকে অভিযান চালানো হয় হাসপাতাল মোড় ও কাছারি রোড এলাকায়। প্রসঙ্গত শিলিগুড়ি হাসপাতালের সামনে রাস্তা দখল করে দোকান করে ব্যবসা করা হচ্ছে। এর আগেও অভিযান চালানো হয় ওই এলাকায়। তবে অভিযান চালানোর বেশ কিছুদিন পরে আবার ফুটপাত দখল করা হয়। সূত্রে খবর পাওয়া গেছে বেশ কিছু দোকান

সরিয়ে ফেলা হয় এছাড়া ভেঙ্গেও ফেলা হয় বেশ কিছু দোকান।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে বসল সিসিটিভি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন বাজারে সি সি টি ভি ক্যামেরা বসানোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে নিয়ে উদ্বোধন করলেন সিসি টিভির। মেয়র জানান শিলিগুড়িতে বাড়ছে অপরাধ তাই সবসময় প্রয়োজন সিসি টিভির। আমার লক্ষ্য শিলিগুড়িকে নিরাপদ রাখা। তাই এই সিসি টিভির আয়োজন। আমি ভাবছি শিলিগুড়ির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে সিসি টিভি দিয়ে মুড়ে দেব। আমি চাই শিলিগুড়িকে অন্য শহরে পরিণত করতে। আর সিসি টিভি থাকলে অপরাধ অনেকটাই কমে যাবে। এদিন এই সিসি টিভি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য এমএমআইসি এবং শিলিগুড়ির মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অফিসারেরা।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিকিমও

নিজস্ব প্রতিনিধি : তুরস্ক সিরিয়ার ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প বিপর্যয় গোটা বিশ্বকে আতঙ্কিত করেছে। নিহত সংখ্যা ইতিমধ্যে ৩০ হাজার পার করে দিয়েছে, আহত হয়েছেন প্রচুর মানুষ। তবে সংখ্যাটা জানা যায়নি। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমে সোমবার ভোরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩, ভূমিকম্পের ফলে বেশ কয়েকটি হোটেলে ফাটল ধরে গেছে বলে জানা গেছে। ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার ভেতরে। গ্যাংটক থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে ইউকসাম

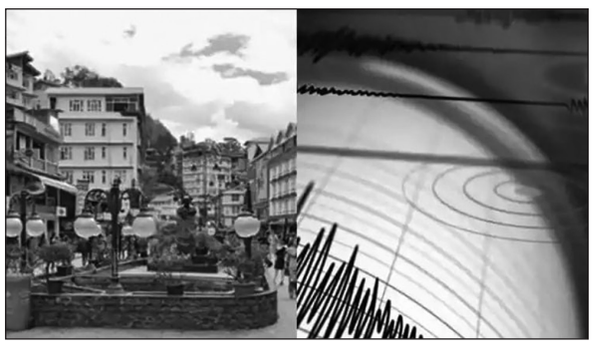

শহরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়, এই শহরটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোরম। তাই পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে শহরটি। এদিন ভূমিকম্পের জেরে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি, বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন তাপমাত্রা কম থাকবার কারণে ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ওপ্টোপিকের উদ্যোগে চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওপ্টোপিকের উদ্যোগে রামকিঙ্কর হলে ৩য় প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণ চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই অভিনব চিত্র প্রদর্শনীর সূচনা করেন সব্যসাচী চক্রবর্তী, মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। সব্যসাচী চক্রবর্তী জানান, এধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। আর আমি নিজে যুক্ত এই ধরনের বন্যপ্রাণী সংস্থার সঙ্গে। আমি এবং আমার পরিবারের সবাই প্রচণ্ড পশুপাখি ভালোবাসে। গৌতম দেব জানান, আমার প্রচণ্ড ভালো লাগছে একজন গুণী মানুষ উপস্থিত আছেন এই ধরনের অনুষ্ঠানে। আমি শিলিগুড়িতে আরো বেশি করে এই

ধরনের অনুষ্ঠান করতে চাই। আর ছোটছোট ছেলেমেয়েদের আমার পক্ষ থেকে অনুরোধ এই ধরনের চিত্র প্রদর্শনীতে আসুক এবং তার বিষয়ে জানুক। যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম পশুপাখিকে নিয়ে আলাদা করে আগ্রহ দেখায়। এই চিত্র প্রদর্শনী চলে ১৫ তারিখ পর্যন্ত।

চলন্ত গাড়িতে আগুন, প্রাণে বাঁচল যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে চলন্ত গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। নিমেষের মধ্যে আগুনে লেগে পুড়ে ছাই হল একটি ছোট চারচাকা গাড়ি।

এদিন সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়ার কাছে। এই ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। যদিও এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই বলে জানা গেছে। শিলিগুড়ি থেকে বাগডোগরার দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি,এরপর মাটিগাড়ার এক শপিংমলের নিকট গাড়ির ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। বিষয়টি নজরে আসার পরেই গাড়িটিকে দাঁড় করান সেখানকার কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ। তারপরে গাড়ির ভেতর থেকে দু'জন যাত্রীকে বের করা হয়। নিমেষের মধ্যেই আগুন লেগে যায় গাড়িটিতে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় এরপর আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দমকলের কর্মীদের সঙ্গে এলাকার মানুষও এগিয়ে আসে আগুন নেভানোর কাজে। এরপরে গাড়িটিকে উদ্ধার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ ফেব্রুয়ারি– ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মেষ রাশি : সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। উপার্জন বৃদ্ধি পেলেও অর্থের অপব্যয় রোধ করা মুশকিল। দাম্পত্য সম্পর্কে কিছুটা হলেও উন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : দু মুঠো মুসুর ডাল লাল কাপড়ে বেঁধে গরিবদের দান করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় সাফল্য এলেও অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে পদোন্নতিতে বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। উচ্চ স্থান হতে পতনের সম্ভাবনা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুণ শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : অনামিকার আঙুলে সোনার আংটি পরুন।

মিথুন রাশি : পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। আয় বৃদ্ধি পেলেও ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য এলেও অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী। পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কালো লবন, কালো শাড়ি, নিমপাতা, আদা ও খেজুর প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে মান–সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠতে পারেন। সন্তানের গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগতি। বিপরীত লিঙ্গের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ এবং স্বাস্থ্যখাতে অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। চাকরির জন্য দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির দরুণ প্রাণায়ম করা আবশ্যক।

প্রতিকার : উত্তর–পশ্চিম দিকে সাদা রঙের জিরো ওয়াটের ব্লাব জ্বালুন।

সিংহ রাশি : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। ভাইবোনের বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। অলসতা কাটিয়ে কর্মে সাফল্য। সন্তান থেকে সুখবর পেতে পারেন। রোগের বৃদ্ধি হলেও তা থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। বিনোদন জগতের ব্যক্তিদের সাফল্যের সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোনার হার পরুন।

কন্যা রাশি : সমস্ত বাধা কাটিয়ে অন্যের পাশে দাঁড়ানো। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সমাধান পেতে পারেন। চাকরি ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। ব্যবসায় সাফল্য।

প্রতিকার : অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় জল ঢালুন। গাছের তলায় সন্ধেবেলা প্রদীপ জ্বালান।

তুলা রাশি : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সঙ্গে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। ব্যবসার ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিন। কর্মসূত্রে বদলির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত।

প্রতিকার : অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থেকে বিরত থাকুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। বিলাসিতার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। ঈশ্বরের জন্য ধর্ম–কর্মে ব্রতী হওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি। বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ত্যাগ করুন।

প্রতিকার : লালচে বাদামি পিঁপড়েকে মিষ্টি জাতীয় খাবার দিন।

ধনু রাশি : জলপথে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। ব্যবসা এবং চাকরিক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। দ্বন্দ্ব, বিবাদ এড়িয়ে চলুন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। রাস্তাঘাটে চলাফেরায় সতর্কতা অবলম্বন করুন।

প্রতিকার : সাদা মিষ্টি দান করুন।

মকর রাশি : কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে সতর্কতা অবলম্বন দরকার। অশান্তি বৃদ্ধি। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ঠাণ্ডা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দুর্গা পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্য লাভে বাধা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলেও গুরুজনদের দ্বারা তা সমাধানের পথে অগ্রগতি। চাকরি ও উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। বেকারদের চাকরির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কোনও দরিদ্র ব্যক্তিকে শস্যদানা দান করুন।

মীন রাশি : কর্মসূত্রে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের ক্ষেত্রে বাধা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অগ্রগতি। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। ঋণ হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বা মতানৈক্যের সম্ভাবনা। ঈশ্বরানুরাগী হয়ে ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায় **হিন্দ্ সংঘ** যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

নাম পরিবর্তন

ইংরাজী২৭/১২/২০২২ তারিখ থেকে মহামান্য 1st Class Judicial Magistrate এফিডেফিট বলে Sk Rasidul S/o Sk Raup থেকে Sk Rasidul S/o Sk Rauf নামে পরিচিত হলাম।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে ১২১

কাজের খবর

বিভিন্ন পদে ১২১ জন স্বাস্থ্যকর্মী নেবে জেলা স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ সমিতি। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের হেলথ গ্র্যান্ট এবং ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশনের অধীনে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে মেডিক্যাল অফিসার, স্টাফ নার্স, কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে। নিয়োগ হবে চুক্তিতে। চুক্তির মেয়াদ ৩১ মার্চ পযন্ত। প্রয়োজনে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে। প্রার্থী বাছাই করা হবে ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ হবে ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি।

শূন্যপদের বিবরণ : বিজ্ঞপ্তি নম্বর DH&FWS/SMP/Recruitment/2023/01 : মেডিক্যাল অফিসার জেনারেল ডিউটি : ২১টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ২, ও বি সি–বি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম বি বি এস। ১ বছরের কম্পালসরি ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বয়স : ৬২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ৬০,০০০ টাকা। নিয়োগ করা হবে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আর্বান হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে।

বিজ্ঞপ্তি নম্বর DH&FWS/SMP/Recruitment/2023/02 : স্টাফ নার্স : ২২টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ২, ও বি সি–বি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স অথবা বি এসসি নার্সিং থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স অথবা বি এসসি নার্সিং কোর্স পাশ। ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বাংলা ভাষা জানতে হবে। বয়স : ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২৫,০০০ টাকা। নিয়োগ করা হবে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আর্বান–হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার ও পলিক্লিনিকে।

বিজ্ঞপ্তি নম্বর DH&FWS/SMP/Recruitment/2023/03 : কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট : ২০টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ২, ও বি সি–বি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অক্সিলারি নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফ (এ এন এম) বা জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফ (জিএন এম) কোর্স পাশ। ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বাংলা ভাষা জানতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বসবাসকারী হতে হবে। বয়স : ২১–৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১৩,০০০ টাকা। নিয়োগ করা হবে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আর্বান হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে।

বিজ্ঞপ্তি নম্বর DH&FWS/SMP/Recruitment/2023/08 : মেডিক্যাল অফিসার ফুল টাইম : ৮টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ১, ও বি সি–বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম বি বি এস। ১ বছরের কম্পালসরি ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স : ৬২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ৬০,০০০ টাকা। নিয়োগ করা হবে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে।

বিজ্ঞপ্তি নম্বর DH&FWS/SMP/Recruitment/2023/09 : স্টাফ নার্স : ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স পাশ। ইন্ডিয়ান বা ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা জানতে হবে। বয়স : ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২৫,০০০ টাকা। নিয়োগ করা হবে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। বিজ্ঞপ্তি নম্বর DH&FWS/SMP/Recruitment/2023/10 : কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৪৪টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি–এ ৬, ও বি সি–বি ৪)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অক্সিলারি নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফ (এ এন এম) বা জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (জি এন এম) কোর্স পাশ। ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বাংলা ভাষা জানতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বসবাসকারী হতে হবে। বয়স : ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১২,০০০ টাকা। নিয়োগ করা হবে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। সব ক্ষেত্রেই ১–১–২০২৩ তারিখে প্রার্থীর নির্দিষ্ট বয়স হতে হবে। দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.wbhealth.gov.in, www.darjeeling.gov.in

ওয়াক–ইন ইন্টারভিউয়ের দিন সকাল ১১টার মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Office of the Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & District Health & Family Welfare Samiti, Siliguri Mahakuma Parishad Building (2nd Floor), Hakimpara, Landmark Near Bhutia Market, Siliguri 734 001.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে গ্রুপ 'সি'

বিভিন্ন ট্রেডে ৯১ জন গ্রুপ 'সি' কর্মী নেবে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। নিয়োগ করা হবে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, কার্পেন্টার, লস্কর, স্যান্ড মডেলার ও ফিটার জেনারেল মেকানিক ট্রেডে পুনের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। শূন্যপদ: মাল্টি টাস্কিং স্টাফ : ৪৯টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ১৭, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ১৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য ১টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ৫টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। অথবা আইটিআই পাশ। বেতনক্রম : ১৮,০০০–৫৬,০০০ টাকা। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক : ১০টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য ১টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। লস্কর : ১৩টি (তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি , আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য ২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। বেতনক্রম : ১৮,০০০–৫৬,৯০০ টাকা। স্যান্ড মডেলার : ৪টি (সাধারণ২, ও বি সি ১, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। ফিটার (জেনারেল মেকানিক ফিল্ড) : ৬টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে ফিটার ট্রেডে আইটিআই ক্রাফটসম্যানশিপ সার্টিফিকেট কোর্স পাশ। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। কার্পেন্টার (স্কিল্ড) : ৫টি (সাধারণ ৪, ও বি সি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তণ সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ১৯,০০০–৬৩,২০০ টাকা। বয়স : ৪–৩–২০২৩ তারিখে সব কটি পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে থাকবে অতিরিক্ত স্কিল বা প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড, জেনারেল ইংলিশ ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ে। পরীক্ষাকেন্দ্র পুনে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://cmepune.edu.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মার্চ।

খুঁটিনাটি বিষয় জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্ক স্টেট কাউন্সিল শিয়ালদহ আদালত ভবন ৮ম তল, ৯নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলকাতা ৭০০০১৪

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বারাসত ইউনিটের ল'ক্লার্ক। নিম্নলিখিত ল'ক্লার্কগণ কাউন্সিলে নাম নথিবুক্ত করার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অভিযোগ জানাইবে।

১) শেখ আরিফ আলি। ২) নামিরুদ্দিন মণ্ডল ৩) হাসানুর জামাল মণ্ডল।

স্বা : অচিন্ত্য ঘোষ
বারাসত মহকুমা কমিটি,
উঃ ২৪ পরগণা।

শব্দবার্তা ২৩৬

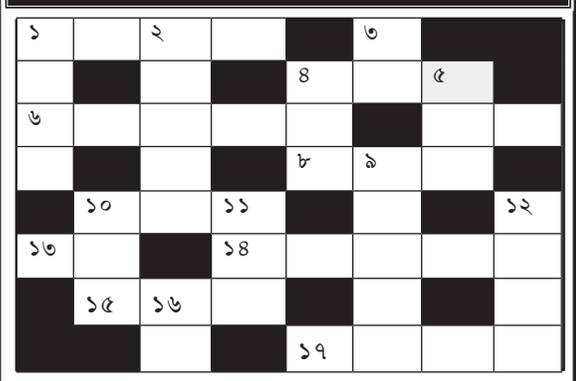

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। শব্দকোষ ৪। প্রেরণ, রপ্তানি ৬। বঙ্গীয় রিপোর্টার ৭। তরঙ্গ, ঢেউ ৮। কোমল 'রত্ন' ১০। সমস্ত ১৩। বড় হাতা ১৪। অনাথ আশ্রম ১৫। বিষ ১৭। প্রতিশোধ, প্রতিবিধান।

উপর–নীচ

১। মিলনের উদ্দেশ্যে নায়কনায়িকার সংকেত স্থানে গমন ২। ক্রমিক, পরম্পরা যুক্ত ৩। হার ৪। গোলাম, দাস ৫। নব ৯। চঞ্চল হৃদয় ১০। বর্ণ বিশেষ ১১। ব্যাঙ্কের সিন্দুক ১২। দানাওয়ালা ১৬। বিষ্ণু।

সমাধান : ৩৩৫

পাশাপাশি : ১। আনন্দধাম ৪। জুনিয়র ৫। কবর ১১। জনার্দন ১২। লঙ্গরখানা।

উপরনীচ : ১। আলোকলতা ২। মজুর ৩। পয়গাম ৫। কনক ৬। সদর ৭। রম্যরচনা ৯। রফানামা ১০। অনল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

প্রসেনজিতের নিষেধ জঙ্গলে যাবে না ওরা

স্বনির্ভরতাই অগ্রগতির পথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবন। গোসাবা ব্লক। ব্লকের একটি দ্বীপ বালি ২ নম্বর। এলাকার অধিকাংশ পরিবার সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাড়িতে মাছ,কাঁকড়া, মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ। এই দুইয়ের দোসর এ অধিকাংশ সময় স্থানীয়দের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। এমনকী প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। এতসবের মধ্যে আবার রয়েছে নদীবাঁধ ভাঙন আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবুও বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয় এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষদের। অতীতে এলাকায় বেশকিছু মৎস্যজীবি সুন্দরবন জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। দেহ ফিরে আসেনি গ্রামে। বিধবা হয়েছে অনেকেই। আবার সংসারের হাল ধরতে মহিলারাও সুন্দরবন জঙ্গলে পাড়ি দিয়েছেন। একই পরিস্থিতির সম্মূখীন হতে হয়েছে তাদেরকেও। পাশাপাশি নদীবাঁধ সমস্যা দীর্ঘদিনের। নদীর পাড়ে কুঁড়ে ঘর অজস্রবার নদী গ্রাস করে নিয়েছে। আবারও হয়তো যেকোনো সময় গ্রাস করতে পারে নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবনে। এমন সব করুণ দৃশ্য দীর্ঘদিন ধরেই হৃদয়ে যন্ত্রণা দিয়ে আঘাত করছিল এলাকার তরতাজা যুবক প্রসেনজিৎ মণ্ডলের। নিরুপায়! শুধুমাত্র চোখে দেখে যন্ত্রণা উপলব্ধি করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। মনে মনে অবশ্য জেদ চেপে বসে ওই যুবকের। মৃত্যুর আগে কিছু করতেই হবে। অবশেষে বালির যুবক প্রসেনজিৎ এলাকার অসহায় মানুষজনকে নিয়ে ২০১৩ সালে গড়ে তোলেন সুন্দরবন ফাউন্ডেশন নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার উদ্যোগে প্রথমেই শুরু হয় নদীবাঁধ ভাঙন রুখে নিজেদের বাসগৃহ রক্ষা করার লড়াই। শুরু হয় ম্যানগ্রোভ চারাগাছ তৈরি করে রোপণ করার কাজ। এমন কর্মযজ্ঞে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহযোগিতা পেয়ে যায় ওই যুবক। আর পিছনে ফিরে তাকাতেই হয়নি। একের পর এক বিকাশের অগ্রগতি করে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বিগত প্রায় ১০ বছরে বছরে ৫ লাখের অধিক ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপণ করেছেন। বেঁচে রয়েছে ২ লাখেরও বেশি ম্যানগ্রোভ চারাগাছ। পাশাপাশি শুরুতেই সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা (বিনাব্যয়ে ওষুধ) প্রদান, শিক্ষা এবং এলাকার মানুষকে স্বনির্ভর করে আর্থিক বিকাশের কর্মযজ্ঞ। যে সমস্ত পরিবারের লোকজন সুন্দরবন জঙ্গলের উপর নির্ভর ছিলেন তার আজ আর জঙ্গলে যান না। ওই যুবকের সহায়তায় নিজেরাই আর্থিকভাবেই স্বনির্ভর হয়েছেন। কেউ নার্শারী করেছে, কেউ মধু চাষ করেছেন, কেউ আবার রেশমগুটি থেকে সুতো তৈরি করছেন। অনেকেই যুক্ত রয়েছেন টেলারিং মেশিনের কাজে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ, মাছ চাষ, ধূপ তৈরি করে আর্থিকভাবে স্বনির্ভরতা লাভ করেছেন। স্বনির্ভরতার পাশাপাশি এলাকার শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়ও চালু করেছেন। দ্বীপ এলাকার প্রায় ১২০ ছাত্র ছাত্রী পড়াশোনা করে বিনাব্যয়ে। এমনকী তাদের পড়ার সামগ্রী থেকে যাবতীয় খরচ বহন করে সুন্দরবন ফাউন্ডেশন। আবার দ্বীপের জন্মলগ্ন থেকেই এলাকায় কোনো শ্মশান ছিল না। মৃতদেহ দাহ করতে হত নদীর তীরে কিংবা বাসগৃহের পিছনে। এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে এলাকার মানুষের মুক্তি দিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করেছেন শ্মশান। এলাকার অসংখ্য মৎস্যজীবি পরিবার আজ স্বনির্ভর। তারা সুন্দরবন জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে যেতে নারাজ। মনোরমা, সুবলা, সন্ধ্যা মণ্ডলদের কথায় প্রসেনজিতের নিষেধ রয়েছে। কারণ ওই যুবক আমাদের অগ্রগতির পথ দেখিয়ে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেছে। আমরা ভালোই আছি। আমরা সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘের সম্মুখীন হতে চাই না। অন্যদিকে, প্রসেনজিতের কথায় আমার পাড়ার কোনো প্রতিবেশী জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য সুন্দরবন জঙ্গলে গিয়ে বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারাবে সেটা হতে দেব না। যার ফলে তারা যাতে আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হতে পারে সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বসন্ত মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কবলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণার– কাকদ্বীপ, মথুরাপুর, কুলপী, মন্দিরাবাজার, সাগর, পাথর প্রতিমা, ভাঙ্গড়, ফলতা, বিষ্ণুপুর, ডায়মণ্ড হারবার, মগরাহাট প্রভৃতি থানার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে এলাম। দেখলাম বসন্ত মহামারী ও দুর্ভিক্ষ সাধারণ মানুষকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

কাকদ্বীপ থানার শিবকালী নগর। গাজীর মহল, কাশীপুর, কৃষ্ণনগর। মথুরাপুর থানার শঙ্কর পুর, ঢোলার হাট, কাশীনগর, কুলপী থানার কেশব নগর, মনোহরপুর, রাজারাম পুর, দেরিয়া, সাগর থানার শিকার পুর, মনসাদ্বীপ, মড়িগঙ্গা, মৃত্যুঞ্জয় নগর। পাথর প্রতিমা থানার ভাঙ্গড়, রাজের হাট, বামনখালি, ফলতা থানার হরিণ ডাঙ্গা, শিবানী পুর, রামগড় হাট, শঙ্কর পারুল, বিষ্ণুপুর থানার এনায়েৎ নগর, জলীলপুর, গৌরীপুর, মগরাহাট থানার খেলারামপুর, চকহাটুরিয়া, ইয়ারপুর, শেরপুর, কলস, মির্জাপুর, ডায়মণ্ড হারবার থানার মোহনপুর, নওশ, রামরামপুর প্রভৃতি গ্রামের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষের অভিযোগ, বসন্ত সম্পর্কে সরকারী প্রচার যন্ত্র খুবই ক্ষীণ। টীকা দেওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ। গ্রামবাসীদের ঠিকমতো বোঝানো হচ্ছে না। বিভিন্ন ব্লকে কর্মরত টীকাদারদের গাফিলতি সম্পর্কেও অনেকে অভিযোগ করলেন বহু গ্রামে এমন মানুষও আছে যাদের ত্রিশ বছর বয়সেও প্রাথমিক টীকা দেওয়া হয়নি। টীকাদান কর্মরত কর্মচারীদের কাছে শুনলাম গ্রামের অনেকেই টীকা নিতে অস্বীকার করেন এবং বহু জায়গায় তাঁরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। এতো গেল বসন্তের কথা। এবার দুর্ভিক্ষের চিত্রটি তুলে ধরছি।

পর পর ক' বছর খরা চলেছে– দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। জলসেচের কোন ব্যবস্থা আজও হল না। একটি মাত্র চাষ তাও আবার প্রকৃতি দেবীর করুণার উপর নির্ভর করে। ধান যা জন্মেছে তার বেশীর ভাগই চাল ভাগ করা হচ্ছে না। ক্ষেত মজুরদের কাজ নেই। ব্লকে ব্লকে জি আর ও টি আর বন্ধ। এর পর রয়েছে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আকাশ ছোঁয়া দর। ফাল্গুন মাসেও খেটে খাওয়া মানুষের একবেলা খাওয়া জুটছে না। কুলপী থানার কেশব নগরের নিশিকান্ত হালদার, পাথর প্রতিমার দ্বারিকা পুরের ধীরেন গায়েন, সাগর থানার মৃত্যুঞ্জয় নগরের মণিকান্ত হালদার, বিভূতি কয়াল, মগরাহাট থানার পারুই গ্রামের খতিব মোল্লা, সুলতান নস্কর, ডায়মণ্ড হারবার থানার মশাট গ্রামের মহম্মদ হানিফ, রামরামপুরের তুলশী জানা প্রভৃতি সবার কাছেই শুনলাম গ্রামবাংলার মানুষের দুর্দশার কাহিনী। সম্পন্ন চাষিরা অভিযোগ করলেন জল ও সারের অভাবে তাঁরাও মার খাচ্ছেন। গ্রামে গ্রামে চুরি ডাকাতি খুব বেড়ে গেছে। বেআইনী মাদক দ্রব্যের ফলাও কারবার চলছে। পেটের দায়ে অনেকেই মেয়েদের পাপ ব্যবসায় নিয়োগ করেছে। সরকার কী নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। জন প্রতিনিধিদের কি কোন দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য নেই।

৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৭৯, মঙ্গলবার

বিক্ষোভের মুখে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের খাদিমপাড়া গ্রামে ৯ ফেব্রুয়ারি বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ৩২০ মিটার রাস্তার শিল্যান্যাস করেন বীরভূম জেলাপরিষদ সভাধিপতি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। সিউড়ি ১ নং ব্লকের বিডিও শিবাশিষ সরকার, পঞ্চায়েত প্রধান উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। পঞ্চায়েত প্রধান এলাকায় কোনোরকম কাজ করেনি, এলাকার মানুষদের দাবিদাওয়া পূরণ করেনি বলে অভিযোগ। বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী একে এলাকার মানুষদের অভিমান বলে দাবি করেছেন। পঞ্চায়েত প্রধান সুকুমার দে মাইকের সামনে বক্তব্য রাখতে গেলে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাসন্তীতে ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের বদলিতে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকের বদলি রুখতে বিক্ষোভ দেখালেন কয়েশো মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে বাসন্তী ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের দফতরের সামনে।

জয়তু বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর বাসন্তী ব্লকের ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তাঁর বদলির নির্দেশ জারি হয় সরকারিভাবেই। তিনি বাসন্তী ছেড়ে ডায়মন্ডহারবারের কর্মস্থলে যোগ দেবেন। এমন ঘটনা সাধারণ। তবে এই ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেওয়ায় অসাধারণ হয়ে উঠেছে জনমানসে। এলাকার সাধারণ মানুষ তাঁর বদলি রুখতে প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন।

এলাকার বেশকিছু সাধারণ মানুষের দাবি, কিছুদিন আগেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁর বদলির জন্য। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বৃহস্পতিবার বাসন্তী ব্লকের ভূমি সংস্কার দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বাসন্তী ব্লকের সাধারণ জনগণ। তাদের মূলত দাবি বাসন্তী ব্লকের সমস্ত মানুষের সরকারি অধিকার ভালোভাবে বণ্টন করেছেন এবং বাসন্তী ভূমিসংস্কার অফিস থেকে দালাল চক্র ও বন্ধ করেছেন জয়তু বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষকে হয়রানির হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। ফলে তাঁকে বদলি করা যাবে না। আর এমনই দাবি তুলে কয়েকশো সাধারণ মানুষ বৃহস্পতিবার দুপুরে বাসন্তী ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভরত সাধারণ মানুষের আরো দাবি সরকারিভাবে যদি কোনোরকম পদক্ষেপ নেওয়া না হয়। তাহলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন এবং যেনতেন প্রকারে বদলি রুখবেন বলে এমনও হুঁশিয়ারি দেয়।

ঘটনা প্রসঙ্গে জয়তু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সাধারণ মানুষের কাজ করতে পেরেছি। এটা সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে বলছেন। এটা বড় পাওনা, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধ আমাকে মানতেই হবে।'

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার বলেন, 'বাসন্তী ব্লকের ভূমি সংস্কার দফতর ঘুঘুর বাসা। সাধারণ মানুষের জমির কাগজপত্র সঠিক থাকা স্বত্বেও রেকর্ড করতে পায়ের জুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে। জমিজমা সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের কাগজ পেতে সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হয়। আর উনি এমন ভালো কাজ করলেন গুটি কয়েক মানুষ জানতে পারল। আর কেউ জানতে পারল না। এটা পুরোপুরি নাটক। বেশকিছু সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দালাল রাজ কায়েম করার জন্য দালালদের ইন্ধনে এমন নাটকের অভিনয় হয়েছে।যেমনটা বিগত দিনে ক্যানিংয়ে দেখা গিয়েছিলো। ক্যানিং থানার আইসি আতিবুর রহমান এঁর বদলি রুখতে প্রকাশ্য রাজপথে নাটক করে বিক্ষোভ হয়েছিল। সেদিন যে সমস্ত মানুষ নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন আজ তাঁরা বাস্তবটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বাসন্তী ব্লকেও তেমন নাটক শুরু হয়েছে।' নাম জানাতে অনিচ্ছুক স্থানীয় তৃণমূলের এক নেতাও এমন ঘটনাকে নাটক বলে আখ্যা দিয়েছেন।

গোটা বংশটা ভেতরে যাবে : শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১১ ফেব্রুয়ারি বিকালে কোটাসুর ফুটবল ময়দানে জনসভা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জনসভায় শুভেন্দু বলেন, কেষ্ট জেলে, ভাদু আর নেই, আনারুলও ভেতরে এখানে কে একটা আছে না আলম শেখ সঙ্গে জটিলেশ্বর মণ্ডল। ১৮ পঞ্চায়েতে খুব দাপিয়েছেন। আজকের পর একটা হুমকি দিয়ে দেখবেন আপনাদের অবস্থা কেরিম খানের থেকেও খারাপ করে দেব। আমাদের একটাই লক্ষ্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রানাকে তুলতে হবে ওটা বড়ো ডাকাত। নেপাল পর্যন্ত ওর হাত। কেরিমকে ইডি তিনবার রগড়েছে। ওকেও রগড়াবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন আমরা এক একটা জায়গায় হাজির থাকব। পঞ্চায়েতে ভোট লুঠ করা আটকাবো। যিনি বলতেন চড়ামচড়াম ঢাকের আওয়াজ উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে তিনি হারিয়ে গেলেন। চোরেদের বিরুদ্ধে গোটা বীরভূম এককাট্টা হয়েছে। তোলাবাজ ভাইপো উত্তরবঙ্গে গিয়ে বলছে বাংলা আবাস যোজনা। তোমার পিসির যোজনা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখন খালি জাল দিয়ে ছোটো ছোটো পুঁটি, মুরলা, টেংরা উঠছে এরপর চট জাল দিয়ে গোটা বংশটা ভেতরে চলে যাবে। পিসি যাবে, ভাইপো যাবে, ভাইপোর বৌ যাবে, ভাইপোর শালিকা যাবে, ভাইপোর বাবা যাবে, মা যাবে, পিসির ভাই যাবে, পিসির ভাইয়ের সঙ্গে কাজরী ব্যানাজী যাবে – গোটা বংশটাই চলে যাবে। বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, সহসভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল, সম্পাদিকা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা ট্রিবেওয়াল, বিধায়ক অনুপ সাহা, বোলপুর সাংগাঠনিক জেলা সভাপতি সন্ন্যাসীচরণ মণ্ডল, বীরভূম সাংগাঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা উপস্থিত ছিলেন । জনসভায় ভিড় দেখে উজ্জীবিত গেরুয়া শিবির।

বাসন্তীতে বোতল বোমা উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

সুভাষ চন্দ্র দাশ : পাঁচ পাঁচটি বোতল বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য চড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ নম্বর তিতকুমার গ্রামের নিতাই পাড়া এলাকায়।

ঘটনাস্থলটি ঘিরে রেখেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে বোম্বস্কোয়াডকে।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর এদিন সকালে নিতাই পাড়ার লোকজন ফরিদ আলি গাজির উচ্ছে ক্ষেতের কলাগাছের আড়ালে একটি বালতিতে ৫ টি বোতল বোমা দেখতে পায়। খবর চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর যায় বাসন্তী থানার পুলিশের কাছে। বাসন্তী থানার এস আই সুরজিৎ দাস সরকারের নেতৃত্ব বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশের তরফে ঘটনাস্থলটি ঘিরে রাখা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পিকেট বসানে হয়েছে।

উল্লেখ্য গত ৪ ফেব্রুয়ারি বাসন্তী থানার আমঝাড়া এলাকার ভারতী মোড় সংলগ্ন তিতকুমার গ্রামের বাসিন্দা মণিরুল খান এর বাড়িতে বেআইনিভাবে বোমা তৈরি করছিল দুষ্কৃতিরা। সেই সময় বিস্ফোরণ ঘটে। জখম হয় ৪ জন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছিল শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে।সেই ক্ষত এখনও শুকায়নি। আবার এদিন বোমা উদ্ধারের ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন বিজেপি'র ইন্ধনে দুষ্কৃতিরা এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরির করার জন্য বেআইনি বোমা মজুত করছে। পুলিশকে জানিয়েছি তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়ার জন্য।

অন্যদিকে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার জানিয়েছেন 'বাসন্তীর বিধায়ক পাগল হয়ে গিয়েছেন। যখন তখন ভুল বকছেন। ওনার চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। কার হাতে বাসন্তী রাশ থাকবে সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে (যুব–মাদার) ক্ষমতা দখলের লড়াই করছে। পাশাপাশি বিরোধীদের শেষ করার চক্রান্ত করে নিজেরাই দুষ্কৃতি ও দলীয় কর্মীদের মদত দিয়ে বোমা তৈরি ও মজুত করছে। এলাকা উত্তপ্ত করে তুলছে বারংবার। এককথায় সর্ষের মধ্যে ভূত। আর পাগল বিধায়ক ভূত চাষ করে বিজেপির নামে দোষারোপ করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলছে চাইছেন। দিনের আলোর মতো পরিষ্কার বাসন্তীতে কারা অশান্তি সৃষ্টি করছে। কারণ বিজেপি বোমা–বন্দুক–হিংসা কিংবা রক্তপাতের রাজনীতি করে না।'

বোতল বোমা উদ্ধার প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস জানিয়েছেন, বাসন্তীর ১২ নম্বর তিতকুমার গ্রামের নিতাইপাড়া এলাকায় ৫ টি বোতলবোমা উদ্ধার হয়েছে। কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে বোমা গুলো লুকিয়ে রেখেছে সে বিষয়ে দুষ্কৃতিদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বোম স্কোয়াড খবর দেওয়া হয়েছে।

শহিদ সেনা জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়ে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৯ এ ১৪ ফেব্রুয়ারি দেশের ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পুলওমায়াতে ভয়ংঙ্কর সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছিলো। ঘটনার পর সমগ্র দেশ জুড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন সাধারণ মানুষজন। দেশের প্রতিটি কোণে পাকিস্তান মূর্দাবাদ স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ–মিছিলে ফেটে পড়ে সমস্ত দেশবাসী। কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত হয়েছিলেন ৪৭ জন শহিদ সেনা জওয়ান। সেই মর্মান্তিক কালো দিন স্মরণ করে সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক রক্তদান উৎসবের আয়োজন করলো বাসন্তীর নবদিগন্ত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও পশ্চিম বাসন্তী যাত্রিক ক্লাব।

মঙ্গলবার ক্লাব প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেনা জওয়ানদেরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে রক্তদান উৎসব সূচনা করেন জেলাপরিষদ সদস্য তথা বিশিষ্ট শিক্ষিকা শঙ্করী মণ্ডল।

বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষারত্ন অমল নায়েক, উৎপল হালদার, ভূপেন রায়, গোপাল দাস, মনীষ মন্ডল, অভিজিৎ মশিদ, সন্দীপ নস্কর, তারক পুরকাইত সহ অন্যান্যরা। তৃতীয় বর্ষের এই রক্তদান উৎসবে ৮০ জন মহিলা সহ মোট ১৩০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

শিক্ষিকা শঙ্করী মন্ডল বলেন 'ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি। মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে তাঁর কতশত সন্তান প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। সেই সমস্ত সন্তানদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়ে রক্তদানের আয়োজন।'

বোমা নিষ্ক্রিয় করল বোম্ব স্কোয়াড

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মাড়গ্রামের ধুলাফেলা মোড়ে বোমাবাজির ঘটনায় দুই তৃণমূলকর্মীর মৃত্যু হয়। কংগ্রেস নেতা সুজাউদ্দিন শেখ সহ ৬জনকে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৬ ফেব্রুয়ারি। আদালতে নির্দেশে পুলিশ হেফাজতে থাকা সুজাউদ্দিনকে জেরা করে ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে সুজাউদ্দিনের বাগানবাড়ি থেকে ৩টি ব্যাগে ১৫টি তাজা বোমা উদ্ধার করলো মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। বিকালে ফাঁকা মাঠে বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করে বোম্ব স্কোয়াড।

রাতের অন্ধকারে বিপুল পরিমাণ সরকারি বই উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুলের সরকারি বই রাতের অন্ধকারে চলে যাচ্ছিল অন্যত্র। বিক্রির উদ্দেশ্যে না ভুল করে, সে বিষয়টি অবশ্য তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় আপাতত গাড়ি ফেলে পলাতক গাড়ি চালক ও খালাসি। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরীফ এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, সরকারি বইগুলি ঘুটিয়ারি শরিফ বিএম বিদ্যাপীঠের। তবে বইগুলি কেন অন্যত্র চলে যাচ্ছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চালককে গ্রেফতার করতে না পারলেও বই সহ গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে । উদ্ধার হওয়া বইগুলি মূলত পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীর বই বলে জানা গিয়েছে। এই ক্লাসগুলির বিভিন্ন বই উদ্ধার করা হয়েছে এই গাড়ি থেকে। সমস্ত বইগুলি সরকারি ভাবেই এই বিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল। শুধু তাই নয় বইগুলি সরকারের নির্দেশ মতো বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বন্টন করার কথাও ছিল। ক্লাস শুরু হয়েছে প্রায় মাসখানেক আগে। তারপর বিপুল পরিমাণ বই উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বাঁশড়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আবুল কাশেম সরদার বলেন প্রশাসনকে এই বিষয়টি কড়া হাতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছি। সরকারি বই ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে ঠিকমতো বিলি বন্টন করা হয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে।

নিখোঁজ ছাত্র ফিরল বাড়িতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। পড়াশোনায় মন বসতো না। সব সময় মোবাইল ফোনে মগ্ন। ছেলেকে বকাঝকা করেছিলেন মা। তাতেই বিপত্তি। বকা খেয়ে সকলের অলক্ষ্যে রবিবার বিকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে মাসির বাড়ি যাওয়ার জন্য। তারপর মাঝপথে পথ হারিয়ে ফেলে সে। নির্দিষ্ট আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে না পেরে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এদিকে পথ ভুলে জয়নগর থানা এলাকার উত্তর দুর্গাপুরে ঘোরাঘুরি করছিল ওই ছাত্র। সোমবার সকালে অস্বাভাবিকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে জয়নগর থানার এসআই রাজুগুপ্তা তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় ওই ছাত্রের নাম আলামিন মল্লিক। বাড়ি হাওড়া জেলার রাজাপুর থানার কুলগাছিয়া এলাকায়। সে স্থানীয় শ্রীরামপুর প্রাইমারি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। পুলিশের তরফে জানতে পেরে মল্লিক পরিবারের লোকজন সোমবার জয়নগর থানায় হাজির হয়। সেখানে জয়নগর থানার আইসি আলামিনকে তার মা নূরজাহান বেগম ও দাদু মহরম মল্লিকের হাতে তুলে দেন। পুলিশের তৎপরতায় ছেলেকে খুঁজে পেয়ে আবেগে কেঁদে ফেলেন নূরজাহান।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৮ ফেব্রুয়ারি – ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

রামধনু গণমাধ্যম

আকাশের রামধনু মানবজীবনে, সমাজ জীবনে এমনকী রাজনৈতিক প্রাঙ্গণেও মায়াবী আলো ছড়াতে পারে। যদিও এ রাজ্যের পাঠ্যবইতে শিশুরা রামধনুর রঙ ছড়িয়ে শুধু রঙ ধনু হিসাবেই আকাশের রামধনুকে যাতে সনাক্ত করতে পারে সে হিসাবেই তুলে ধরা হয়েছে। ভোট রসায়ণের আকাশে রামধনু আজ আর শুধু মাত্র সাত রঙা নয়। রাজনীতির রঙে আমজনতার মুখের কথা মনের কথা যাঁরা বলেন ও লেখেন সেই সব তথাকথিত বড় বড় গণ মধ্যম আজ নানা রঙে দলীয় আনুগত্যের শিকার। প্রেস কাউন্সিল আছে, আছে প্রেস আইনও। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। তবু দেখা যায় সাংবাদিকদের সংখ্যাগুলি থেকে শুরু করে নানা গণমাধ্যমের মধ্যে রাজনৈতিক ভাগাভাগি কিংবা আনুগত্য দখলের লড়াই এবং অবশ্যই আর্থিক দেনাপাওনা যা মূলত নানা বিজ্ঞাপনের দৌলতে ছড়িয়ে পড়ে সংবাদ মাধ্যমে।

একসময় গণমাধ্যমের ভূমিকা পক্ষপাতহীন বলে সাধারণ মানুষের আশা ভরসার জায়গা ছিল, আজও আছে তবে তা অনেকটাই রাজনীতি নির্ভর। পরাধীন দেশে সংগ্রামী রাষ্ট্র নেতাদের নেতৃত্বে একাধিক সংবাদ পত্র দেশের মানুষের যন্ত্রণার কথা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ব্যহত হত। কালের নিয়মে বহুজাতিক সংখ্যাগুলি দেশের জনমতকে বিপুল ভাবে প্রভাবিত করতে সংবাদপত্র সহ বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমকেও ব্যবহার করছে। এরই হাত ধরে রাজনৈতিক দলগুলি পরোক্ষে সংবাদমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ নিয়ে থাকে। যে দলের কোন ভোট নেই কিংবা ছোট রাজনৈতিক দল তাদের লক্ষ্য যতই গুরুত্ব পূর্ণ হোক, গণমাধ্যমে শিল্পপতিদের কাছে তাদের কানাকড়ি গুরুত্ব নেই। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে একমাস ধরে পদযাত্রা করল সন্তান দল। তাঁদের মূল দাবি ছিল ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী ও নেতাজী সুভাষ বসু সম্পর্কে কিছু সত্য তুলে ধরা। এলগিন রোডে নেতাজীর বাসভবনের সামনে তাঁদের পথসভা দিয়ে নেতাজীর প্রতি মিথ্যাচার, চরিত্র হননের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন সন্তান দলের তরুণতরুণীরা, উল্লেখযোগ্য কোন গণমাধ্যম একমাস ব্যাপী সেই পদ যাত্রার কথা উল্লেখ করেনি। কোন রাজনৈতিক দলের নেতার উদ্যোগে অতি নগণ্য তুচ্ছ সমাবেশ বা অনুষ্ঠান হলে তা গণমাধ্যমে প্রচারের আলোকে নিয়ে আসে। সন্তানদল অরাজনৈতিক অসম্প্রদায়িক এক বিশাল সংগঠন হলেও রাজনৈতিক আনুগত্যের শীলমোহর না থাকায় নেতাজী সত্য উদ্ধারের দাবি জানালেও জানুয়ারি মাসেই ব্রাত্য রইল এই বাংলায়।

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলাতে এবং মহানগরী কলকাতাতেও চলবে নানা আন্দোলন, অনশন। সেই সব ক্ষোভ বিক্ষোভের বার্তাও নানা প্রচার মাধ্যমে রাধনু রঙের চশমায় দেখছেন, দেখাচ্ছেন কিংবা লিখছেন। গণমাধ্যমের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হবার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পাশে থাকার সেই সব দিনের গৌরব হারাতে চলেছে তথাকথিত কিছু কিছু গণ মাধ্যম।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

সৃষ্টি–স্থিতি–লয়, জীবনের শুভাশুভ কর্ম, কর্মানুসারে জীবের স্বর্গনরক ভোগ ইত্যাদি সমস্তই ক্রুর, কঠোর, চঞ্চল বিশেষ কালের প্রভাবাধীন। সর্বসংহারক হলেও কালকে কেউ সংহার করতে পারে না। তিনি গতি–স্থিতি–উদয়–অস্তাদির অতীত। কার্য্য ও কারণ দুই মূর্তিতেই কাল বর্তমান। কার্যরূপে কাল দৃশ্যমান ও খণ্ড, কিন্তু কারণরূপে তিনি অপরিমিত এবং অলক্ষ্য। মানুষের দুর্ভাগ্য–সৌভাগ্য, চাঞ্চল্য–স্থৈর্য্য, লোভ–মোহ প্রভৃতি কালের গর্ভে নিহিত থাকে। তৃণ হতে সবিশাল পর্বত কালের দ্বারা উদিত হয় আবার নিমেষের মধ্যে লয় পায়। বালকের খেলার সামগ্রীর মত তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে ধূলাখেলায় নিমগ্ন। চন্দ্র–সূর্য্য, দেবতা–প্রাণী সংহার করেও কিন্তু কালের কোন আক্ষেপ নেই। যাবতীয় কার্য্যরূপে যে খণ্ড–কাল, তাঁর নিরুন্তর ক্রিয়ায় পদার্থের সৃষ্টি–স্থিতি–লয়। ইনিই দৈব নামে পরিচিত, ক্রিয়াই তাঁর স্বরূপ। জীবের কর্মফল প্রদান করা তাঁর প্রধান কাজ। কৃতান্তরূপী কালের ক্রিয়াশক্তির নাম নিয়তি। উত্তম দেবলোক হতে পাতাল, সর্বত্রই নিয়তির কার্য এবং তা অপ্রতিরোধ্য। নিয়তির দরুণ জীব কর্মফল ভোগ করে। জীব যে বদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ জন্ম–মৃত্যু লাভ করে, তা নিয়তির কারণেই সম্ভব হয়। এই চপলা শক্তি সদা ব্যস্ত হয়ে জগৎ নির্বাহ করে চলেছেন। কাল দৈব এবং নিয়তির কাছে আমরা বিবশ। অসীম এবং স্থির মহাকাল, সংহারকর্তা কৃতান্ত, কাল শক্তি সদা চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে জগৎ নির্বাহ করে চলেছেন। কাল, দৈব এবং নিয়তির কাছে আমররা বিবশ। অসীম এবং স্থির মহাকাল, সংহারকর্ত্তা কৃতান্ত কাল শক্তি সদা চঞ্চল নিয়তি আপন বৈশিষ্ট্যে অবিচল এবং নির্মম। কালাধীন হয়ে জীব সদাশঙ্কাময় জীবনযাপন করে। অজ্ঞের কাছে যা ভোগভূমি, তা দুঃখের আধার ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে আয়ু চঞ্চল, যৌবন ক্ষণিকের, বাল্যকাল অজ্ঞানাচ্ছন্ন, মৃত্যু নিষ্ঠুর। এখানে নিজ ইন্দ্রিয়গুলি শত্রুভাবাপন্ন নিরুৎসাহ ও কাতরভাব তাকে আচ্ছন্ন করে। নানান দেহসুখ সে কল্পনা করে, কিন্তু অপারগতার দরুন সে ভোগ হতে বিরত থেকে মনোকষ্ট পায়। অপূর্ণ বাসনা তো বৃদ্ধের থাকেই, সেই সাছে অন্যের বাসনা পূরণেও সে অক্ষম। সন্ধ্যার পিছনে পিছনে যেমন অন্ধকার রাত্রি আসে, তেমনই বার্ধক্যের পশ্চাতে মৃত্যু যেন ওৎ পেতে থাকে। অথচ মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃদ্ধকে বেঁচে থাকতে বাধ্য হতে হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

৫৬ ইঞ্চি ছাতি চাপড়ে গণতন্ত্র রক্ষা করা যায় কি

নির্মল গোস্বামী

ভারতের রাজনীতিতে ক্রমশ কালো মেঘ জমছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তর গণতন্ত্র বলে গর্ব করে। এই গর্ব করার পিছনে এক ধরনের অজ্ঞতা কাজ করে। সেটা হল যে 'গুনগত' আর 'পরিমাণগত'–র মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা না জানার অজ্ঞতা। আবার জোর দিয়ে বলা যায় না যে এটা অজ্ঞতা। আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো। পরিমাণ দিয়ে গুণকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা। আমাদের গণতন্ত্রে বেশি ভোটার বলেই যে তা শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র তা আমাদের নেতারা যে বোঝে না তা নয়। আমাদের গণতন্ত্রে যে অনেকটা অংশ গ্যাঁড়াতন্ত্রের জল মেশানো থাকে তাও নেতাদের অজানা নয়। তবুও পৃথিবী বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে চিৎকার করে আমরা বিশ্ববাসীকে জানান দি।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ধারণা মোটেও উন্নত নয়। এখানে শাসন ক্ষমতার যে অপব্যবহার হয় তার ভুরি ভুরি প্রমান তাদের কাছে পৌঁছে যায়। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন রেটিং সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে ভারত সংসদীয় ফ্যাসিবাদের মূর্ত প্রতীক।

আর শুধু বাইরের দেশ যে বলে তা নয়। আমাদের দেশের বিরোধীরা সমস্বরে উচকিত কণ্ঠে প্রতিনিয়তই বলে চলেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছাড়ছে। প্রতিদিনের খবরে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার একাধিক খবর প্রকাশিত হচ্ছে। বিরোধীরা শাসকের নীতির বিরোধিতা করবে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু বিরোধীরা গণতন্ত্র নেই দেশে এই কথা বলার সুযোগ পাবে কেন?

দেশের প্রধানমন্ত্রী নৈতিকভাবে দেশবাসীর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। এখন কথা হল দেশবাসী কি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবে। সেটা তো সম্ভব নয়। তাই জনগণের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন শুনে তার উত্তর দিতে শুধু নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ নয়, আইনতঃ বাধ্য। তবে সে প্রশ্ন–উত্তরের স্থান হল আইন সভা। রাস্তাঘাটে যখন প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা বের হন তখন রক্ষী সান্ত্রী পরিবৃত হয়ে বের হন। সাধারণ মানুষ তাদের ত্রিসীমানায় পৌঁছাতে পারে না। এই ব্যবস্থা করা হয়েছে নিরাপত্তার নামে। আসলে এটা হল জনগণের বিব্রত প্রশ্ন এড়িয়ে চলার একটা আইনত কৌশল।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী ৯ বছরের একদিনের জন্য কোনো সাংবাদিক সম্মেলন করেনি। অর্থাৎ দেশে উদ্ভুত জলন্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের কোনো কর্মসূচি তাঁর নেই। সেই জন্য কোন উত্তর নেই।

নোটবন্দির সময় নিজেই বলেছিলেন যে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে চৌরাস্তার মোড়ে আমার বিচার করবে জনগণ। জনগণ অশেষ কষ্ট সহ্য করেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একদিনও সাংবাদিকদের ডেকে বলেননি যে নোট বাতিল করে সরকারের কোষাগারের কত লক্ষ কোটি খরচ হল নতুন নোট ছাপাতে আর তার বদলে দেশের অর্থনীতির কী লাভ হল। কৃষি বিল নিয়ে সংসদে আলোচনার সুযোগ না দিয়েই বিল পাশ করান প্রায় গায়ের জোরে। ফল কী গেলেন, তাতে করে যারা সেদিন লাইভ দেখল তাদের মনে হল কোনো এক ভোজ বাজিতে সংসদ উধাও নির্বাচনী মঞ্চে দেহাতি লোকেদের সামনে প্রধানমন্ত্রী গলাবাজী করছেন।

হল। না জনগণের মধ্যে এখনো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জেগে আছে। তাই কৃষকরা গণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে তাদের কথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল। আর সরকারও বাধ্য হল ফেলা থুথু লেহন করতে। জনগণের মধ্যে যতটুকু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আছে দেশের শাসকদের মধ্যে তা নেই। তা যদি থাকত তাহলে নেতাদের কাছে পবিত্র আইন সভাকে লেনিন 'শুয়োরের খোঁয়াড়' বলে অভিহিত করতেন না। লোকসভার কার্যক্রম চালাতে প্রতি মিনিটে কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়। অথচ সেই সভা থেকে দেশ কি পায়? না শুধুই হৈ হট্টগোল আর চেঁচামেচি, ঘন্টার পর ঘন্টা সভা মুলতুবি।

তবে এটা ঠিক যে ভারতবাসীর এসব গা সওয়া হয়ে গেছে। আইন সভায় বাগবিতণ্ডা বা চিল চিৎকার আর বোধহয় অসহনীয় নয়, অশোভনও নয় কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীর একটা সার্বিক দায় থাকে কিছু মৌলিক প্রশ্নের জবাব দিহির। নিজে স্বঘোষিত দেশের চৌকিদার। আবার সাধারণ তালপাতার সিপাই নয়, একেবারে ৫৬ ইঞ্চি ছাতি সম্পন্ন চৌকিদার। এমন চৌকিদার থাকতে মেহুল চস্কি, নীরব মোদীসহ প্রায় ১ ডজন আর্থিক অপরাধীরা দেশ ছেড়ে পালাল কী করে? দেশের লক্ষ কোটি টাকা ফ্রড করে তারা চোখের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল আর চৌকিদার গোঁফে তা দিয়ে ঘুমোচ্ছে–এটা কি স্বাভাবিক? তাই এই নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করে তার উত্তর দেওয়ার দায় এড়িয়ে যাওয়াটা প্রধান মন্ত্রী সুলভ কাজ কি? চৌকিদারের কাজই তো হল চোর ধরা।

সকলেই জানে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী বক্তৃতায় খুবই দড়। কিন্তু আইন সভাকেও যদি ভোটের ময়দান মনে করে থাকেন তাহলে অসম্মানটা হয় সভার। নিজের সম্মান জ্ঞান না থাকলেও সংসদের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বটা তাঁকেই বহন করে চলতে হয়। আদানী ইস্যুতে বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে কেবল মাত্র নিজের ঢাক নিজের বুক চাপড়ে ঘন্টা খানেক ধরে বাজিয়ে

আদানীরা কারচুপি করে শেয়ার দর বাড়িয়েছে। একটা বিদেশি সংস্থার রিপোর্টে মুহূর্তে হুড়মুড় করে শেয়ার মার্কেটে ধ্বস নামল। ক্রেতারা প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকার শেয়ার সম্পদ হারাল। এলআইসি ৩৬ হাজার কোটি টাকা নিবেশ করেছে আদানীদের কোম্পানীতে। আর সমস্ত ব্যাঙ্ক মিলে ৮২ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে আদানীদের। ব্যাঙ্ক এবং এলআইসির টাকা পাবলিক মানি। তাই অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বিরোধীরা এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর তথা চৌকিদারের কাছ থেকে কৈফিয়ত চাইবেই। মাঠে ঘাটে নয়, সংসদই তার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু এই নিয়ে সংসদের প্রশ্নের কোনো উত্তরই দিলেন না প্রধানমন্ত্রী। উল্টে রাজ্য সভায় বুক চাপড়ে নিজেকে জাহির করলেন ৯ বছরে কী করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে। ৯ বছরে কী করেছেন সেটা জনগণ জানে এবং ভোটে তার প্রতিফলন হবে। তারজন্য তো নির্বাচনী ময়দান পড়ে আছে। সংসদে মন্ত্রীদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। বিজেপি নেতারা বাইরে বলছে যে ব্যাঙ্ক আদানীদের যা লোন দিয়েছে তা তাদের দেওয়া লোনের ১ শতাংশের কম। ভাবখানা এই সামান্য টাকা অর্থাৎ ৮২ হাজার কোটি টাকা যদি আদানীরা নাও দেয় তাতে কিছু যায় আসে না। ভারতের অর্থনীতিতে যদি তার কোনো ছাপ না পড়ে, তবে সেই কথাটাই তো সংসদে ব্যাখ্যা করতে পারতেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী সংখ্যা কম সেটাই প্রধানমন্ত্রীর কাজের সব থেকে বড় সাফল্য। ফলে দেশের টাকা যে কেউ লুঠ করুক সেটা প্রধানমন্ত্রী ও তার দলের কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা হল ভোটে বিরোধীরা হারছে। প্রশ্ন হল ভোট যখন জিতেছে তখন আর সংসদের অস্তিত্ব রেখে লাভ কি? লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অধিবেশন ডাকা কেন? কুড়ি হাজার কোটি টাকা খরচ করে নতুন সাংসদ ভবন নির্মাণ কেন? ৫৬ ইঞ্চির ছাতি চাপড়ে গণতন্ত্র রক্ষা হয় না। আদানী ইস্যুতে জেপিসি গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিলে গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা হবে।

নেতা উপনিষদ মহর্ষি বৈশম্পায়ন

অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষি আপনি ইতোপূর্বে কলিযুগে নব্যপ্রজাতি বাবু সম্পর্কে বিস্তারিত জানাইয়াছেন– এক্ষণে কলিযুগে 'নেতা' নামক এক প্রজাতির কিছু রমরমা পরিলক্ষিত হইতেছে আপনি যদি তাহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানান তাহা হইলে আমরা উপকৃত হইতে পারি। ইহা শ্রবণান্তে মহর্ষি বৈশম্পায়ন সান্ধ্যকালীন মৌতাতে ঈষৎ ঢুলু ঢুলু নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, হে নরবর তো প্রজাতি সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ– তাহা হইলে শ্রবণ কর– স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে 'নেতা' প্রজাতির বহু বিবর্তন ঘটিয়াছে। একদল চরকায় কাটা ধুতি ও শ্বেত শুভ্র খাদি নামক বস্ত্রের পাঞ্জাবী পরিয়া মস্তকে গান্ধী টুপি শোভিত নেতার দেখা পাওয়া যাইত। ইহারা প্রতদিন চরকা কাটিতেন এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি তুলিয়া গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বঙ্গের মানুষ তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিত– ঘরের দাওয়ায় বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিত এবং এই সমস্ত 'নেতা' প্রজাতির প্রতি বিশ্বাসও ছিল অটুট। কিন্তু কালে কালে তাহাদের মধ্যে পরিবর্তন আসিল– তাহারা যাহা মুখে বলিত তাহা করিত না অপরদিকে যাহা বলিত না তাহাই সানন্দে করিত। ফলতঃ যাহা হইবার তাহাই হইল। এই সমস্ত নেতা প্রজাতির উপর মানুষের বিশ্বাস চলিয়া গেল। লোকে বিশ্বাস করিল ইহারা জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া স্টিফেন হাউস কিনিয়াছে, আরামবাগ পোলট্রি বানাইয়াছে, বিদেশি ব্যাংকে অর্থ জমাইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। জনগণ এই নেতাগণকে 'কানা বেগুন', 'কাঁচকলা' প্রভৃতি নামে ডাকিতে লাগিল। ইহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃ অস্তাচলে যাইবার উপক্রম হইতেই নতুন এক 'নেতা' প্রজাতি'র উদ্ভব হইল। ইঁহারা কমিউনিস্ট নামধারী বামপন্থী– মলিন পায়জামা, পাঞ্জাবী এবং একটি সাইকেল লইয়া মহল্লায় মহল্লায় ঘুরিত, মানুষের কাছে বিপ্লবের স্বপ্ন ফেরি করিত। মিটিং মিছিল স্লোগানে গ্রাম শহর কাঁপাইত। রাজপথে রাজপথে আন্দোলনের ঢেউ তুলিত– দেওয়ালে দেওয়ালে শ্লোগান লিখিত 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। লোকে ভাবিতে লাগিল বিপ্লব বুঝি দোরগোড়ায় আসিয়া গিয়াছে। হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালার মত মানুষ তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। ল্যাম্প পোস্টে ল্যাম্প পোস্টে কানা বেগুন ও কাঁচকলা ঝুলাইয়া, রাস্তার বাতিগুলিকে লাল করিয়া দিয়া ইহাদের আগমণবার্তা ঘোষিত হইল। প্রশাসনে ত্রাহি ত্রাহি রব। এই বুঝি হস্তে মস্তক কাটিয়া মাটিতে পড়ে। কিন্তু কোথায় কি সাধারণ মানুষের বিশেষ কোনো পরিবর্তন সূচিত হইল না। এই সময়ে 'আগুন খোড়' কিছু নেতার উপদ্রব বাড়িল। যাহাদের হাতে রেডবুক, যাহারা দেওয়ালে দেওয়ালে 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', লিখিয়া বেড়াইত। ইহারা বন্দুকের নলকে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস বলিয়া বিশ্বাস এবং গ্রাম দিয়া শহর ঘিরিবার পরিকল্পনা করিত।

মানুষের সমর্থন না পাইয়া তাহারা অবশেষে জঙ্গলবাসী হইল। আর শহরবাসী বিপ্লবী নেতাগণ জনগণদ্বারা নির্বাচিত হইয়া পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা আলো করিয়া বসিলেন এবং অচিরেই ভাবিতে লাগিলেন বিপ্লব সমাধান হইয়া গিয়াছে। তাহারা যাহা বলিবে জনগণ বিশ্বাস করিবে, যাহা আদেশ করিবে জনগণ নতনেত্রে তাহাই পালন করিবে। তাহারা খাইয়াইলে খাইবে নিদ্রা যাইতে বলিলে নিদ্রা যাইবে। ইহারা ক্রমশঃ প্রত্যয়ী হইয়া উঠিল– পুরানো সাইকেল ছাড়িয়া মোটর সাইকেল স্কুটার, অ্যামবাসাডার ছাড়া চলা ফেরা মুশকিল হইয়া উঠিল। একদল অর্থশিক্ষিত বেতালের ন্যায় শিক্ষিতের স্কন্ধে চাপিয়া ঠ্যাং দোলাইতে লাগিল– মাটির বাড়ি পাকা হইতে লাগিল– কেতাদুরস্ত পোশাক ছাড়া তাহাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইত না– আওয়াজ উঠিল সল্টলেকে এরা বাড়ি ফ্ল্যাট হস্তগত করিতেছে। সাধারণ শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়া নিজেদের পুত্রকন্যাদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে মানুষ করিতেছে– কলেজের মালিক বনিয়াছে। জনগণ ধীরে ধীরে বিমুখ হইল। এক নতুন প্রজাতির নেতার অভ্যুদয় হইল। এই বলিয়া বৈশম্পায়ণ থামিলেন– জনমেজয় বলিয়া উঠিলেন আপনি থামিবেন না– মহর্ষি আপনি বলুন তৃতীয় প্রজাতি সম্পর্কে আমাদের তীব্র আগ্রহ জন্মিয়াছে।

হে নরবর– যখন শুনিতে চাহিতেছ তাহা হইলে শ্রবণ কর। তোমাদের কৌরবকূলের জন্ম যে রূপ নানা দূর্দৈব দুর্যোগে সংঘটিত হইয়াছিল ইহারা তদ্রূপ রাজসভা ভণ্ডুল করিয়া বিশ্বকর্মার রথ রুদ্ধ করিয়া, কথায় শহর নগর অবরুদ্ধ করিয়া ইহাদের জন্ম হইল। সাধারণ মানুষ ভাবিল ঐ 'মানিফেস্টো' বাবুদের ইহারাই জব্দ করিতে পারে। কিন্তু হায়! অচিরেই ভুল ভাঙিল ইহাদের আস্ফালনে বঙ্গ প্রকম্পিত হইতে লাগিল। ইহদের চারিপাশে 'চামচা' প্রজাতির ভিড়। জনমেজয় প্রশ্ন করিল, হে মহর্ষি চামচা বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করুন বিষয়টি জানিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছে। মহর্ষি কহিলেন, ইহারা বিদূষকের নব্য প্রজাতি। বঙ্গের কোন এক কবি ইহাদের যে সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। জনমেজয় ব্যাগ্র হইয়া কহিল, আপনি সংজ্ঞাটি ব্যক্ত করুন। মহর্ষি বলিলেন, 'কাপড় কিন্তু কাপড় নয় তারে বলে গামছা, আর নেতা কিন্তু নেতা নয় তারে বলে চামচা।' এক্ষণে এই চামচা পরিবৃত নব্য নেতাকে চিনিবে কি প্রকার? মহর্ষি প্রশ্ন করিলেন। জনমেজয়ের উত্তর জানা না থাকায় নিশ্চুপ রহিল। মহর্ষি বলিলেন, উহাদের আজানুলম্বিত রঙ্গীন পাঞ্জাবী, পদযুগল 'স্পোর্টর্স স্যু' নামক বিশ–পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের পাদুকায় ঢাকা, দুই হস্তের দশ আঙুলে প্রবাল, পান্না মরকত মণি, হীরক, নীলা সহ মূল্যবান প্রস্তরের স্বর্ণাঙ্গুরীয় যাহাতে সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদি নিজ অনুকূলে থাকিয়া শুভ ফলদায়ক হয়। কণ্ঠদেশে গো বন্ধন রশির ন্যায় স্বর্ণ শৃঙ্খল শোভা পাইতেছে। যাতায়াতে এসইউভি নামক অত্যাধুনিক নানা মূল্যবান গাড়ির শোভাযাত্রা– মাথায় নীল, লাল বাতির ঝলক। চলিতে ফিরিতে আরক্ষা বাহিনীর প্রহরীর দাপট তাহার আবার নানারূপ নাম মর্যাদা অনুসারে কেহবা এক্স, কেহবা ওয়াই, কেহবা 'জেড' ক্যাটাগরি নিরাপত্তাধারী জনসাধারণের সহিত দূরত্ব শত যোজন। যখন উপস্থিত হল তখন দেখিলে ঈশ্বর বলিয়া মনে হইবে কারণ অভয় হস্তে বরপ্রদানে রত সদা সর্বদা কর্ম হউক না হউক এই প্রজাতির নেতৃকুল উদারহস্ত নিন্দুকে পিছনে বালি, মাটি, কয়লা 'খোর' হিসাবে গালি দেয় ইহারা নাকি 'পুকুর চুরি' তে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাটমানি নামক ভাইরাস দ্বারা এই নেতৃকূল আক্রান্ত। ইহারা মধুপের মত এ ফুল ওফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সমস্ত নব্য প্রজাতির নেতৃকূলের গৃহে কুবের বাঁধা পড়িয়াছে। সরস্বতী হাঁসফাস করিতেছে। কারণ দেবীর রাজ্যপাট যায় যায়। ইহারা অবাধ্য জনসাধারণকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার জন্য 'বাইক বাহিনী' নামক একপ্রকার বাহনী সৃষ্টি করিয়াছে। যাহারা গ্রাম গ্রামান্তর, শহর নগর ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'কেউ কিছু দেখে নাই কেউ কিছু শুনে নাই' এই বাণী প্রচার করিয়া বেড়ায়। কোথাও পাঁচন বাড়ি হস্তে, গুড় বাতাসা লইয়া নির্বাচনের সময় উন্নয়ণরূপী বরাহ অবতার দণ্ডায়মান থাকে। জনসাধারণ এই রূপ সুখে স্বাস্থন্দ্যে গুলিখোরের আড্ডার মত মাথা না তুলিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। তবে বর্তমানে বোধহয় কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙিতেছে, মানুষ কথা বলতে আরম্ভ করিয়াছে। বিপদ বুঝিয়া নব্য নেতা প্রজাতি ঘরে ঘরে দূত হিসাবে যাইতেছেন। একদল নিন্দুক ইহাদের ভূত আখ্যা দিয়াছেন। এই বলিয়া মহর্ষি বৈশম্পায়ন থামিলেন এবং সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া আহারাদির জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন। অধিবেশন অদ্যকার মত ভঙ্গ হইল।

দেশ দেশান্তরে

অনলাইন গেমিং ইকোসিস্টেম

বর্তমানে দেশে অনলাইন গেমিং একটি উদীয়মাণ শিল্প হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫–২৬ সালের মধ্যে ভারতে ট্রিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য এবং শিশুদের ও মহিলাদের জন্য গেমিংকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক জনসাধারণের পরামর্শের জন্য অনলাইন গেমিং সংক্রান্ত আইটি মধ্যস্থতাকারী নিয়ম ২০২১ সালের খসড়া সংশোধনী প্রকাশ করেছে।

ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর বলেন, নিয়মগুলি সহজ, আমরা চাই অনলাইন গেমিং ইকোসিস্টেম প্রসারিত হোক। এবং ২০২৫–২৬ সালের মধ্যে ভারতের এক ট্রিলিয়ন ডলার ডিজিটাল অর্থনীতির লক্ষ্যে এই ক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হবে। আমরা অনলাইন গেমিং শিল্পে স্টার্টআপগুলির বৃহৎ ভূমিকা অনুধাবন করতে পারি। তিনি আরও বলেন, নীতিমালা চূড়ান্ত করার জন্য মন্ত্রক আরও একটি জনসাধারণের পরামর্শের আয়োজন করবে।

খসড়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : একটি স্ব–নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া যা ভবিষ্যতে অনলাইন গেমিংয়ের বিষয়বস্তুও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। খেলোয়াড়দের বাধ্যতামূলক যাচাইয়ের ব্যবস্থা। নিশ্চিত করা যে গেমগুলিতে হিংসাত্মক, আসক্তিমূলক বা যৌন বিষয়বস্তু নেই। ভারতে প্রযোজ্য নিয়ম অনুসরণ করা আবশ্যক।

ভারতে প্রায় ৪০–৪৫% গেমার মহিলা, তাই গেমিং ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখা আরও গুরুত্বপূর্ণ। খসড়া নিয়মে পণ এবং বাজি ধরার বিরুদ্ধে কঠোর বিধান রয়েছে। ফলাফলের উপর বাজি রাখার অনুমতি দেয় এমন অনলাইন গেমগুলি অনুমোদন পাবে না। 'হর ঘর বিজলি যোজনা'প্রথমবার জম্মু ও কাশ্মীর গ্রামকে আলোকিত করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার তেথান গুজ্জর শহরের বাসিন্দারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হর ঘর বিজলি যোজনা'র প্রশংসা করছেন। এখানকার বাসিন্দারা তাঁদের গ্রামে জীবনে এই প্রথমবার বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার দেখতে পেয়েছেন। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন যে এই আলো শুধুমাত্র তাঁদের বাড়ি নয়, তাঁদের জীবনকে বদলে দেবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হলে শুধু গ্রামবাসীই নয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মীরাও নতুন ট্রান্সফরমারের সামনে আনন্দে নাচতে শুরু করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন তিনি দেশের অগ্রগতির জন্য প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২০১৫ সালের আগস্টে ঘোষণা করা হয়েছিল যে সেই সকল গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে যা এতদিন বৈদ্যুতিক আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। এখন, প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়ায়, এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে তেথান গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। এই গ্রামের জনসংখ্যা হল ২০০ জন। এখানকার বাসিন্দা ফজলুদ্দিন খান ও জাফর খান জানান, তাঁরা জীবনে এই প্রথমবার বৈদ্যুতিক আলো দেখেছেন।

২৮টি বিআরও ইনফ্রা প্রকল্প

যেকোনো দেশের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন দেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যময়। কারণ এই এলাকাগুলির বিশেষ কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে দেশের শেষ সীমা বলে মনে করেন না বরং এই ধরনের গ্রামগুলিকে তিনি সমৃদ্ধির প্রবেশদ্বার হিসাবে দেখেন। তিনি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে সুযোগ–সুবিধা গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। সীমান্ত এলাকায় উন্নয়নের জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৩ জানুয়ারি অরুণাচল প্রদেশে ২৮টি অবকাঠামো প্রকল্প দেশকে উৎসর্গ করেছেন, যার মধ্যে অন্যতম হল আলং–ইঙ্কিয়ং রোডে সিওম ব্রিজ। এই প্রকল্পগুলির কাজ সম্পন্ন করেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সিওম–সহ ২২টি সেতু, উত্তর ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলের সাতটি সীমান্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাস্তা এবং আরও তিনটি প্রকল্প। এর পাশাপাশি লাদাখে দুটি এবং মিজোরামে একটি টেলিমেডিসিন নোডও উদ্বোধন করা হয়েছে, যা স্বাস্থ্য–সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত করা এবং সেখানকার বাসিন্দাদের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ভবিষ্যতের সংকটগুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য একটি শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল নতুন ভারত' গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত বরাবরই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কিন্তু তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করব। আমরা নিশ্চিত করছি যে দেশ সব ধরনের বিপদ থেকে সুরক্ষিত রয়েছে।

ফেম ইন্ডিয়া ফেজ–২ এর অধীনে ১৭০০টিরও বেশি ই–বাস যাত্রা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ফেমইন্ডিয়া ফেজ–২ স্কিমের অধীনে,রাজ্য সরকার এবং সারা দেশে পরিবহণ নিগম এখনও পর্যন্ত ৩৫৩৮টি বাস কেনার জন্য বরাত দিয়েছে। এর মধ্যে ১৭১৬টি বাস জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের অধীনে যে বাসগুলি চালু করা হয়েছে তার মধ্যে দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের জন্য ৩০০টি বাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালের আগস্টে দিল্লি পরিবহণ নিগমের জন্য ৩০০টি বাস এবং দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের জন্য ১০০টি বৈদ্যুতিক বাস কেনার অনুমোদন দিয়েছে। দিল্লি পরিবহণ নিগম বাসের যেবরাত দিয়েছিল, তার মধ্যে ২৫০টি বাস সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প মন্ত্রক আরও ৫০টি বাস সরবরাহ করেছে। এই ৩০০টি বাসের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার ডিটিসিকে ১৬৫ কোটি টাকা প্রণোদনা দেবে।

প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ প্রায় ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে দেশের প্রত্যক্ষ কর আদায় প্রায় ২৫% শতাংশ বেড়েছে। ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ২০২২–২০২৩ অর্থ বছরে ভারতের মোট কর সংগ্রহ ২৪.৫৮% বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.৭১ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান অংশ রয়েছে ব্যক্তিগত আয়কর সংগ্রহ। এই সকলের মধ্যে ফেরতের পরিমাণ বাদ দিয়ে, সংগ্রহ হয়েছে ১২.৩১ লক্ষ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের থেকে ১৯.৫৫% বেশি। কর্পোরেট আয়কর বৃদ্ধি হয়েছে ১৯.৭২% এবং ব্যক্তিগত আয়কর বৃদ্ধি হয়েছে ৩০.৪৬%। এটি চলতি অর্থবছরের বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৬.৬৮%। বাজেটে ১৪.২০লক্ষ কোটি টাকার অনুমান করা হয়েছে।

— প্রণব গুহ

পাঠকের কলমে

মনসা মন্দিরে সোলার লাইটের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সামালী মনসাতলার প্রাচীন একটি মনসা মন্দির আছে। এখানে নিত্য পূজা হয়। এই মন্দির খুব জাগ্রত বলে খ্যাত। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে এখানে একটি মেলা বসে। হাজার হাজার মানুষ এই মেলাতে আসেন। মনসা মন্দিরের সামনে কোনো আলো নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ যদি এখানে স্থায়ী একটি সোলার লাইটের ব্যবস্থা করে তাহলে খুব ভালো হয়।

তপন চ্যাটার্জী
সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সোনারপুর বোসপুকুরে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশিষ্ট কবি ও সমাজসেবিকা সুচরিতা চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট সমাজসেবক বিশ্বজিৎ ঘোষের উদ্যোগে ২৩তম বর্ষ রক্তদান শিবির। এই শিবিরে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে- চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অপারেশন শিবির, হার্ট চেকআপ ক্যাম্প, ই-সি-জি অর্থপেডিক ও জেনারেল ফিজিশিয়ান দ্বারা হেলথ চেকআপ করা হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেবাশীষ কুমার, এম -এল- এ (রাসবিহারী) এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর মাতা অর্চনা মিত্র মহাশয়া উপস্থিত ছিলেন। বোসপুকুর লোকনাথ মন্দির কমিটির কর্ণধার গদাই চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই মহতী অনুষ্ঠানটি সম্ভব হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক সঞ্জীব সরকার ও রাজু বৈদ্য মহাশয়।

কাকদ্বীপে কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বকেয়া ডি এর দাবিতে সারা রাজ্যের সঙ্গে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের কর্মচারিরা একদিনের কর্মবিরতি পালন করছেন। মহকুমা আদালতের কর্মচারি সংগঠনের প্রতিনিধি শুভাশীষ মন্ডল জানান রাজ্য সরকারের সমস্ত সরকারি সংগঠনের কর্মচারী এবং রাজ্যের আদালতের কর্মচারি সংগঠনের সঙ্গে কাকদ্বীপ মহকূমা আদালতের কর্মচারিরাও একদিনের কর্ম বিরতি পালন করলাম। শুধু তাই নয় কলকাতা শহিদ মিনারে আমাদের কর্মচারিরা অনশন শুরু করেছেন। সারা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কর্মচারিরা তাদের পাশে আছি। আগামী দিনে সারা রাজ্য ব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। তিনি আরও বলেন রাজ্য ব্যাপী সরকার মেলা, খেলা, এবং নানা উৎসবের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, অথচ সরকারি কর্মচারিরা দিন রাত পরিশ্রম করে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের বার্তা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। দুয়ারে সরকার প্রকল্প এবং কন্যাশ্রী আজ বিশ্ব বন্দিত। এসব পুরস্কার পাওয়ার পেছনে কর্মচারীদের অবদান সরকার ভুলে গেছে। আদালতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আদালত কর্মচারিরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। রাজ্য সরকার ডি এ নিয়ে যদি কোনো সদর্থক পদক্ষেপ না করে তাহলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে আদালতের কর্মচারি এবং অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারিরা।

মধ্যমগ্রামে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগণার মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় বারাসত জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে, ১৬ ফেব্রুয়ারি পথ সুরক্ষা ও সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৩ কর্মসূচি পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন মধ্যমগ্রাম চৌমাথা ট্রাফিক গার্ডে রক্তদান শিবির ও চক্ষু-স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, সিআইসি প্রহ্লাদ দত্ত, এসডিপিও, মধ্যমগ্রাম থানার আইসি, ট্রাফিক টিআই, ডিএসপি সহ অন্যান্যরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ওসি গদাধর সিংহ রায়।

আইসিডিএস'এর টাকা

একের পাতার পর

যায়। গ্রাম সদস্যকে গ্রামবাসীরা দেখা পান না কেন? এর উত্তরে তিনি বলেন, 'মেম্বার মহিলা। এজন্য তার শ্বশুর আয়ুব সব দেখাশুনো করেন। কারণ আয়ুব এখানে দীর্ঘ দিনের মেম্বার ছিলেন।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক গ্রামবাসী বলেন, 'এখানে আইসিডিএস-এর কাজ বন্ধ হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। উপরিতলা থেকে লোক আসে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। কিন্তু কাজ হয় না।'

বিজেপির কদম্বগাছি সাংগঠনিক এলাকার সহ সভাপতি তথা স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন ঘোষ বলেন, 'এদের কথার কোনও দাম নেই।'

তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে তৃণমূল যে অভিযোগ করে তার বাস্তবতা নেই। সেন্ট্রাল টাকা না দিলে এদের গাড়ি-বাড়ি হবে কি করে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরা কালিমা লিপ্ত করেছে। কোটি কোটি টাকা চুরি করে এরা নিজেদের সম্পত্তি বাড়াচ্ছে। বাংলায় এখন এটাই চলছে। সেন্ট্রাল না দিলে এরা পেটের সন্তান খেয়ে নেবে। ইডি লাগালেই এদের আসল রূপ বেরিয়ে পড়বে।'

জঙ্গলে আগুন নেভাতে

একের পাতার পর

আগুনের ধরন থেকে বন বিভাগের কর্তারা বলেন, এটা কৃপিং ফায়ার। অর্থাৎ, মাটিতেই এর উৎস। আর সেটা উপরের দিকে ওঠেনি। তাই বেশি ক্ষতি হয়েছে জঙ্গলের নিচু স্তরে। এদিন প্রমিলা বাহিনীর সঙ্গে জেসিবি মেশিন দিয়ে বালি ও ধুলো দিয়েও আগুন নেভানোর কাজ করা হয়। ক্ষতির হিসেব বলতে গিয়ে ওই বন কর্তা বলেন, আমফান ঘূর্ণিঝড়ে যেসব গাছ উপড়ে পড়েছিল, সেসবের একটা বড় অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের পর জঙ্গলে এখন চতুর্দিকে ছাই উড়ছে। যেসব জায়গায় আগুন একেবারে নিভে গিয়েছে খানিকক্ষণ পর আবার সেখান থেকে হালকা ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। সমুদ্রের হাওয়ার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলেই মনে করছেন বিশষজ্ঞরা।

Office of the South Bawali Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE

gitally signed and encrypted E-Tender is invited from t gible Bidder for online submission for tender reference n **_BGP/E-Tender/15th FC/81 & SBGP/E-Tender/PBG/82 Date /02/2023_** at different place within at South Bawali GP, Sou pgs WB**. Last date for the online receipt of Tender i /03/2023 at 13:00.** Detail will be available at the websi _ww.wbtenders.gov.in_

Sd/-
Prodhan
South Bawali Gram Panchayat

বাসন্তীতে গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তৃণমূলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও গরম হয়ে উঠলো বাসন্তী ব্লক। তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েত উপপ্রধান শঙ্কর সরদারের বিরুদ্ধে আবাস যোজনা, পানীয় জল প্রকল্প সহ একাধিক বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজপথে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের যুবগোষ্ঠির কর্মী সমর্থকরা। সোমবার সকালে হাতে প্লাকার্ড ও তৃণমূলের পতাকা নিয়ে বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েত সংলগ্ন রাজপথে অবস্থান বিক্ষোভ করে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থরা। প্রায় ঘন্টাখানেক অবরোধ চলায় যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায় ক্যানিং-চুনাখালি রোডে।

জানাগিয়েছে ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইউসুব মোল্লা। তিনি এলাকায় নেই। দুবছরের অধিক সময় তিনি পঞ্চায়েতে আসেন না বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে পঞ্চায়েতের উপ প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন শঙ্কর সরদার।

অভিযোগ উপ প্রধান শঙ্কর সরদার, প্রধান ইউসুব মোল্লাকে বিভিন্ন কেসে ফাঁসিয়েছেন। যার ফলে তিনি এলাকাছাড়া। আর সেই কারণে শঙ্কর সরদার তার একনায়কতন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন পঞ্চায়েতে। আর সেই কারণেই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজে উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চার হয়েছে যুবতৃণমূল। এমনকি এদিন বিক্ষোভে প্রাক্তন প্রধান আফতার মোল্লাকেও সামিল হতে দেখা যায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান ইউসুব মোল্লা জানিয়েছে, 'উপপ্রধান শঙ্কর সরদার আরএসপি ও বিজেপি সদস্যদের কে সঙ্গে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেটা সক্ষম হতে না পেরে বিগত নির্বাচন গুলোতে নিজের বুথ সহ পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির সাথে আঁতাত করে তৃণমূল কংগ্রেসকে শেষ করার চক্রান্ত করে। আমি বাধা হয়ে দাঁড়াই। সেই কারণে শঙ্কর সরদারের নেতৃত্বে বিভিন্ন মিথ্যা কেস দিয়ে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। সেই কেসে আমি জামিন পেলেও কোর্টের নির্দেশে দুবছর এলাকার বাইরে রয়েছি।যার ফলে পঞ্চায়েতে একের পর এক দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে ওরা।প্রতিবাদ করার কোন উপায় নেই। দীর্ঘ দুবছর ধরে চলা এমন যন্ত্রণা সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেন নি। যার ফলে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।'

অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে উপপ্রধান শঙ্কর সরদার জানিয়েছেন 'আমি পঞ্চায়েতের প্রধান পদের দায়িত্ব পাই ৩ ফেব্রুয়ারি। এখনও কোন কাজ করার সুযোগ পায়নি। এসমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ মিথ্যা। যারা অভিযোগ করছে তারা প্রকৃত বিজেপি ও আইএসএফ। তৃণমূলের নামে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিজেপি ও আইএসএফ এর ইন্ধনে এমন কান্ড করছে। সাধারণ মানুষ এটা মেনে নেবে না।'

ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন 'আইনি জটিলতায় প্রায় দুবছর যাবৎ ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েত বন্ধ ছিল। সম্প্রতি প্রধান ইনচার্জ পদে উপ প্রধান শঙ্কর সরদারকে দায়িত্ব দিয়েছে জেলা প্রশাসন। পঞ্চায়েতের কাজ শুরু হওয়ায় মেনে নিতে পারছেনা বিরোধী বিজেপি। যার ফলে তারা মিথ্যা প্রচার করছে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়ণকে স্তব্ধ করার জন্য।'

অন্যদিকে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার বলেন, 'শাসকদল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে দুর্নীতি করেছে তার মধ্যে ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েত অন্যতম। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস আজ তাদের দখলে থাকা পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়ে আন্দোলন করছে। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। তৃণমূলকে বলবো আগে ঘর সামলান। তারপর যদি সময় থাকে তবে অপরকে সামলাবেন। বিজেপিকে দোষ দিয়ে কোন লাভ হবে না।'

বেলুনের সিলিন্ডার ফেটে মৃত ৪, আহত ১০

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : জয়নগরে জলসা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বসা গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার ফেটে মৃত চার, আহত কমপক্ষে ১০। এলাকায় শোকের ছায়া। এর জেরে বিধানসভায় শোক প্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জয়নগর থানার রাজাপুর করাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাটরা গ্রামে রবিবার রাতে বসেছিল ইসলামিয়া জলসা অনুষ্ঠানের আসর। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাস্তার ধারে ধারে বসেছিল হরেক রকম দোকান। তেমনি একটি গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার নিয়ে বসেছিল গ্যাস বেলুন বিক্রেতা মুচিরাম হালদার। সাড়ে ন'টা নাগাদ আচমকা সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটলে গুরুতর আহত হন জনা দশেকের বেশি যারা ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এসেছিল সেখানে। এই ঘটনায় কুতুব উদ্দিন মিস্ত্রি (৩৫), শাহিন মোল্লা (১৩), আবির গাজি (৮) ও গ্যাস বেলুন বিক্রেতা মুচিরাম হালদারের (৩৫) মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি, বেলে দুর্গানগর ও মায়াহাউড়ি এলাকায় এবং মৃত আবির গাজির বাড়ি জয়নগর থানার বাটরা এলাকায়। আহত হয়েছে আরও প্রায় দশজন। বেলুনের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডলের

নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরাও। অনুষ্ঠান মঞ্চ ও সারি সারি দোকান বসে ছিল এই দু'টি থানা এলাকার মধ্যেই। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় পড়ে রয়েছে চাপ চাপ রক্ত। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ গুলি সনাক্ত করে সোমবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। আহতদের চিকিৎসা চলছে বর্তমানে বারুইপুর ও কলকাতার হাসপাতালে। এই ঘটনায় সোমবার বিধানসভায় গভীর শোক প্রকাশ করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার বিস্ফোরনের ঘটনাস্থল সরজমিনে পরিদর্শন করলেন ৫ সদস্যের ফরেন্সিক দল। এদিন তাদের সাথে ঘটনা স্থলে যান জয়নগর সি আই দেবাঞ্জন সেন, বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল সহ পুলিশের বিশেষ টিম। এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে ফরেন্সিক দলের সদস্যরা নমুনা সংগ্রহ করে। এলাকার মানুষদের সাথে কথা বলেন। পুরো ঘটনার বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেন। আর এদিন এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। তিনি এদিন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হককে পাশে নিয়ে এ বিষয়ে বলেন, এই ঘটনা মর্মান্তিক, দুঃখজনক। যেকোন মৃত্যুই এইভাবে কাম্য নয়।

বিজেপির কার্যকারিণী সভায় বিস্ফোরক রাহুল সিন্‌হা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ ফেব্রুয়ারি বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত বজবজ বিধানসভার ৫ নম্বর মণ্ডলের কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ বাওয়ালীর দাস পাড়ায় রঞ্জিত মালিকের বাড়িতে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, জেলা কনভেনর নিতিশ মণ্ডল, সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, সবিতা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক গৌতম প্রামাণিক, মণ্ডল সভাপতি সজল আদক, পিন্টু দাস সহ অন্যান্য নেতা কর্মীগণ। রাহুল সিনহা বলেন, এই সভাটি হওয়ার কথা ছিল বাওয়ালী রাজবাড়ী সংলগ্ন বিজয় গেস্ট হাউসে। তার বৈধ অনুমতিও ছিল। কিন্তু সভার আগের দিন অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়। এইভাবে বিজেপিকে রেখা যাবে না। তাই রাতারাতি এক কার্যকর্তার বাড়িতে সভার ব্যবস্থা হয় এবং সুন্দরভাবে শেষও হয়। তিনি ডায়মন্ড হারবার মডেলকে কটাক্ষ করে বলেন, এই মডেল মানে গুণ্ডারাজ। মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া। তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, সাহস থাকলে অন্য এজেন্সি দিয়ে ডায়মন্ড হারবারে খোঁজ করুন, এখানে প্রচুর বোমা-গুলি মজুত আছে। পুলিশ ভয়ে এসব উদ্ধার করছে না। তিনি আরও বলেন, টাকা উদ্ধারের ট্রেলার দেখছেন, আরও টাকা উদ্ধার হবে আরো বড় মাথা ধরা পড়বে।

রায়দিঘীতে শিশুদের মনের কথা জানতে স্কুলে গেলেন এস পি, হাতে তুলে দিলেন পেন্সিল বক্স

অরিজিৎ মণ্ডল, রায়দিঘী : স্কুলে গিয়ে শিশুদের মনের কথা জানলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কোটেশ্বর রাও এন কাটালেন কিছুটা সময়। ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিলেন পেন্সিল বক্স সহ নানান উপহার। বুধবার সুন্দরবন পুলিশ জেলার উদ্যোগে রায়দিঘী থানার আয়োজনে 'শিশুদের মাঝে শিশুদের সাথে' কর্মসূচিতে শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে রায়দিঘীর বকুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান এস পি সহ প্রশাসনিক কর্তারা। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি শিশুদের মনের কথা জানতে রায়দিঘীর বকুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছিল মনের কথা ড্রপবক্স। আর সেই ড্রপবক্সে নিজেদের মনের কথা লিখে জমা দিয়েছিল রায়দিঘী বিধানসভার বকুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রছাত্রীদের চিঠিতে উঠে এসেছিল নানান কথা। শিশুদের মনের কথাগুলির মধ্যে একটি চিঠিতে লেখা ছিল 'আমি আমার বাবার কাছে একটি পেন্সিল বক্স চেয়েছিলাম কিন্তু আমার বাবার কাছে টাকা ছিল না তাই কিনে দেয়নি আমার বাবা'। সেই খবর সম্প্রচারিত হয় সংবাদমাধ্যমে। এরপরেই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সময় কাটাতে স্কুলে গেলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কোটেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে ছিলেন মথুরাপুর ২ বিডিও তাপস কুমার দাস, মন্দিরবাজারের এস ডিপিও বিশ্বজিৎ নস্কর, রায়দিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক অমিয় ঘোষ, অবর স্কুল পরিদর্শক সহ প্রশাসনিক কর্তারা। এদিন ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বেলুন, পেন্সিল বক্স সহ নানান উপহার। অবশ্য পুলিশের এমন উদ্যোগ নিয়ে এসপি কোটেশ্বর রাওয়ের বলেন, শিশুদের মন ও মস্তিষ্ক ভালো থাকলে তাদের বৃদ্ধি ভালো হবে। এই বয়সে শিশুরা নিয়মশৃঙ্খলা, পড়াশোনা সবকিছু ভালোভাবে করলে তবেই তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে। তাই শিশুদের মোটিভেট করতে আজ বকুলতলা প্রাথমিক স্কুলে শিশুদের মাঝে শিশুদের সঙ্গে কর্মসূচি পালন করা হয়। অবশ্য স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বলেন, শিশুদের মনের কথা জানতে স্কুলে মনের কথা ড্রপ বক্স এভাবে সাড়া ফেলবে বুঝতে পারিনি। আমাদের সকলকে শিশু মিত্র হয়ে উঠতে হবে।

নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতির অভিযোগ

সুব্রত মণ্ডল: নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ মদ্যপ যুবকদের হাতে আক্রান্ত। ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত এস-ডি পার্কের কাছে। পুলিশের সঙ্গে বচসা ও হাতাহাতিতে চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে প্রতিদিনের মতো এদিনও এলাকায় পুলিশের টহল চলছিল। এস-ডি পার্কের কাছে আসার পর তাঁরা দেখতে পায় রাস্তার ধারে কয়েকজন যুবক মদ্যপান করছেন। কেন রাস্তার ধারে এমন কাজ করছেন তাঁরা, সেই প্রশ্ন করেন পুলিশ কর্মীরা। সেখান থেকে তাদের চলে যেতে বলা হলে, তখন প্রথমে পুলিশকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেয় ওই যুবকের দল। তা শুনে গাড়ি থেকে নেমে আসেন চার পুলিশ কর্মী। তারপর দুপক্ষের মধ্যে চরম হাতাহাতি শুরু হয়। একজন সাব ইন্সপেক্টর, সিভিক ভলেন্টিয়ার, কনস্টেবল সহ চারজন আক্রান্ত হন। এই খবর নরেন্দ্রপুর থানায় যেতেই আরও পুলিশ কর্মী ঘটনাস্থলে চলে আসেন। অভিযুক্ত চার যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে ধৃতদের নাম সুবীর সিং, আকাশ অধিকারী, শিবু মন্ডল ও মন্টু দাস। এরা প্রত্যেকেই ওই এলাকারই বাসিন্দা। এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন প্রত্যেক দিনই রাতে মদ্যপান করে এরা এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তৈরি করে। এই সমস্ত অসামাজিক ছেলে গুলি যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় সেই অনুরোধ তারা জানিয়েছেন। এদের গ্রেপ্তার করায় এলাকার বাসিন্দারা খুশি।

সাড়ে তিন মাসে একই মাঠে তিন মেগা জনসভা, ভিড় নিয়ে জোর চর্চা পূর্বস্থলীতে

দেবাশিস রায়: পঞ্চায়েত ভোটের এখনও ঠিকঠাক দিশা নেই। কিন্তু, তার আগেই রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক দলগুলির বাজনা বেজে গিয়েছে। যেখানে সেখানে যখন তখন মিটিং, মিছিল আর পথসভায় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জোর প্রতিযোগিতা চলছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। এমনই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সম্প্রতি নজর কেড়ে নিয়েছে পূর্বস্থলী এলাকা।রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার সুপ্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু জনপদ পূর্বস্থলীতে মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই বাম-ডান দলের তিনটি মেগা জনসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এদিকে সেই রাজনৈতিক মেগা কর্মসূচিগুলিতে সিপিএম, বিজেপি এবং কংগ্রেস কতটা ভিড় জমাতে পারল তা নিয়েই এখন জোর চর্চা চলছে পূর্বস্থলী সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সর্বত্র জনগণের সেই চর্চা চায়ের কাপে তুফান তুলতে শুরু করতেই সেদিকে তাকিয়ে জল মাপার চেষ্টা করছে রাজনৈতিক দলগুলিও।তবে, ১২ ফেব্রুয়ারি পূর্বস্থলীতে থানার মাঠে জে পি নাড্ডার জনসভায় ধারে না হলেও ভারে জবরদস্ত বিজেপির দমদার হেলিকপ্টারের ধুলোয় সাধারণ মানুষের চোখ যে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আটকে গিয়েছিল এটা সর্বৈব সত্য। সেদিক থেকে বিজেপি কিন্তু সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে গুনে গুনে দশ গোল দিয়ে গেল।গত বছর ৩ নভেম্বর পূর্বস্থলীতে থানার মাঠে সিপিএমের সুবিশাল জনসভায় উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক তথা প্রাক্তন সংসদ সদস্য মহঃ সেলিম। সেই সভা থেকে মহঃ সেলিম সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অলআউট আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেন। একাধিক ক্ষেত্রের আর্থিক কেলেঙ্কারী, দুর্নীতি, বেনিয়ম, ধর্মীয় উস্কানি সহ নানাবিধ ইস্যুতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পরপর আক্রমণ হেনে বাম নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে নিজেদের হারানো জমি ফিরে পেতে সচেষ্ট।রাজ্যে ৩৪ বছর শাসন করার পর ক্ষমতাচ্যুত সিপিএমের পায়ের তলার মাটি যে এখনও কতটা শক্ত সেটা পূর্বস্থলীর জনসভায় প্রমাণ করার একটা প্রবল তাগিদ ছিল সেদিন। কার্যত কানায় কানায় ভিড়ে ঠাসা সেদিনের রাজনৈতিক সভা হাটে-মাঠে-ঘাটে সাধারণ মানুষের কাছে অনেকদিন পর চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎ করেই বিজেপির ঘোষণা। একদা যে পূর্বস্থলী এলাকায় বিজেপির শক্তপোক্ত সংগঠন ছিল সেই মাটিতেই পঞ্চায়েত ভোটে পদ্মফুল ফোটানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। তাই আগেভাগেই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডাকে নিয়ে এসে বিজেপি যেই ভোটের টেম্পো তুলে দিল। জে পি নাড্ডা সহ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্য নেত্রী তথা সংসদ সদস্য লকেট চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে সেদিন পূর্বস্থলীতে হেলিকপ্টার নামলেও রাজকীয় সেই জনসভার মাঠ ভরিয়ে তুলতে ব্যর্থ ছিলেন দলীয় নেতৃত্ব।সেদিনের সভা থেকে জে পি নাড্ডা সহ বিজেপি নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রেস সহ দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানান ইস্যুতে লাগাতার আক্রমণ করে যান।কিন্তু, বিজেপি যে বুথে বুথে সাংগঠনিকভাবে এখনও কতটা দুর্বল তা নাড্ডার সভাতেই প্রমাণ হয়ে যাওয়ায় নিচুস্তরের কর্মীরা চরম অস্বস্তিতে পড়েছেন। এদিকে, জে পি নাড্ডার ওই সভার ঠিক দু'দিন পরে বিরোধীদের ঠারে ঠোরে জবাব দিতে একই মাঠে তৃণমূল কংগ্রেস পাল্টা সভার আয়োজন করেছিল। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা সংসদ সদস্য ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ প্রমুখ। এদিনের সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব একাধিক ইস্যুতে বিজেপি এবং সিপিএমকে কার্যত তুলোধনা করেন। একইসঙ্গে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরপর খতিয়ান সভায় তুলে ধরে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে জনসমর্থন চান। বিজেপির সেদিনের রাজকীয় সভার পরপরই তৃণমূলের পাল্টা জনসভায় মাঠ ভরানোটা ছিল এদিন দলীয় নেতৃত্বের কাছে কার্যত চ্যালেঞ্জ।তবে, ঘাসফুলের জনসভা ভিড়ের নিরিখে পদ্মফুলকে বড়োসড়ো ধাক্কা দিলেও স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের কাছে কিন্তু সিপিএমের জনসভায় সাংগঠনিক অটুট শক্তি এখনও বেশ মাথাব্যথার কারণ। নিচুতলায় সিপিএমের ফের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি যে ঘটছে তা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বও অস্বীকার করতে পারছেন না। যে কারণে তৃণমূল নেতৃত্ব এখন কার্যত প্রতিটি সভায় বিজেপির পাশাপাশি সিপিএমকে একই সারিতে রেখে অলআউট আক্রমণের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছেন। দূরবিনে সিপিএমকে আর দেখা যাচ্ছে না' বলতে যেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে কিছুটা হলেও ঢোঁক গিলতে হচ্ছে। এদিকে পূর্বস্থলীতে পরপর মেগা জনসভায় ভিড়ের খতিয়ান নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব যতই আত্মতুষ্টিতে মেতে থাকুক না কেন সাধারণ মানুষের চর্চায় কে এগিয়ে সেটাই বোঝার চেষ্টা করছেন নিচুতলার নেতা-কর্মীরা।

মহানগরে

ই–ওয়েস্ট প্রসেসিং পরিষেবা

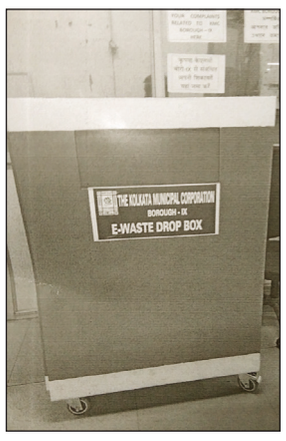

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা ও লায়ন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এবার কলকাতা পৌরসংস্থা তাদের অফুরন্ত ই–ওয়েস্টকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রসেসিং করে যে পদার্থ উৎপন্ন হবে, তা রাস্তা নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, আমরা এবার কলকাতা পৌরসংস্থা ও লায়ন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে পৌরসংস্থা কার্যালয়ের ই–ওয়েস্টকে লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে প্রসেস করা হবে। ই–ওয়েস্ট কলকাতার একটা বড়ো সমস্যা। আমাদের এখানে অর্গানাইস্ট ই–ওয়েস্ট কালেকশন হতো না। আর এই ই–ওয়েস্ট থাপাতে ফেলে দেওয়াটা তাতে পলিউশন ক্রিয়েট হয়। আর এটাকে ন্যাচারালভাবে ডেস্ট্রয় করা যায় না। এবার পৌরসংস্থা ই–ওয়েস্টকে কলেকশন করে সেটাকে প্রসেসিং সিস্টেম করা হয়েছে। লায়ন্স ক্লাবের সাহায্য নিয়ে। সেটার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার বরো – ১ (উত্তর কলকাতা), ৯ (আলিপুর) এবং ১৬ (জোকা)–তে আপাতত এই তিনটি বরোতে পাইলট ড্রাইভ হিসাবে ড্রপ বক্স রাখা হচ্ছে। খারাপ হওয়া কম্পিউটারের মনিটর–সিপিইউ–কি বোর্ড–ইউএসবিসহ ল্যাপটপ–প্রিন্টার, মোবাইল, তার চার্জার, প্লাস্টিক, মেটার, সার্কিট বোর্ড যাবতীয় ই–ওয়েস্ট এগুলিকে প্রসেসরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা এটাকে লায়ন্স ক্লাবের মাধ্যমে প্রসেসরের কাছে পাঠাবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে রিসাইকিং করা হবে। তাতে পরিবেশ রক্ষা পাবে। কপার, সিলভার, গোল্ড ও প্লাটিনাম ভ্যালুয়েবল মেটাল গুলো পুনর্ব্যবহৃত হবে।

মহা শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় ১০ হাজারের বেশি ভক্ত এবং সাধুদের নিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রাজপথ গেরুয়া পতাকায় মুখরিত হয়ে ওঠে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই বিশাল শোভাযাত্রার সূচনা হয় বালিগঞ্জের সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে। উদ্বোধন করেন সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় পুরপ্রধান সুদর্শনা মুখার্জী, বোরো ৮এর চেয়ারপার্সন চৈতালী চক্রবর্তী ও কলকাতা কর্পোরেশনে এমএমআইসি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। এই বিশাল শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য হল সঙ্ঘের কর্মকাণ্ড এবং মানুষের মনে সঙ্ঘের মূল ভাবনা পৌঁছে দেওয়া। শোভাযাত্রায় পা মেলান সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘের শাখা এবং হিন্দু মিলন মন্দিরের ভক্তরা। সমগ্র বিশ্বের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষরা উপস্থিত ছিলেন এদিন। সনাতন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে শোভাযাত্রার একদম প্রথমে ঘোড়ার পিঠে অস্ত্র হাতে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে এগিয়ে চলে শোভাযাত্রা। সঙ্গে ছিল ছৌ নাচ, সঙ, ঢাকি, খোল–করতাল সহযোগে গান সহ বিভিন্ন প্রদর্শনী। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বিভিন্ন শাখার ছাত্রছাত্রীরাও যোগ দেয়। বহু যুব ও যুবাদেরও এই মিছিলে চোখে পড়ে। সঙ্ঘের সম্পাদক জানান, নতুন প্রজন্ম তথা যুব সমাজের প্রতিনিধিরাও যখন হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে এসেছে তখন সমাজ গড়ার যে কর্মকাণ্ড আমরা এগিয়ে নিয়ে চলেছি তা সার্থক হবে। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ১৭ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে চলবে যুব সম্মেলনও।

মেট্রোর পিলারে নীল–সাদা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেট্রোর পিলারের রঙ নীল–সাদা এবং বায়ুদূষণ রুখতে এই পিলারেই ভার্টিক্যাল গার্ডেন' করা হোক। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ – এর চিঠিতে এমন দুই অনুরোধকে এক মাস পেরোলেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মেট্রোরেল কোনও গুরুত্ব দিল না। মহানাগরিক চিঠি পাঠিয়ে রেলকে লিখেছেন, মেট্রোর পিলারের রঙ রাজ্যের থিম কালার' নীল–সাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শহরের সমস্ত মেট্রোর পিলারের রঙ নীল–সাদা করলে সরকারি বা।ি ও অন্যান্য পরিকাঠামোর সঙ্গে নীল–সাদায় মিলবে এবং দেখতে সুন্দর হবে। কলকাতা পৌর এলাকা জু।ে চলা সৌন্দর্যায়নের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে মেট্রোরেলের করিডোরের কাঠামো নীল–সাদা করা হোক। পিলার গুলিতে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং বসিয়ে মেট্রোরেল লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে। বিষয়টি নিয়ে একটি পৃথক চিঠিতে মহানাগরিক মেট্রোরেলের পিলারে ভার্টিক্যাল গ্রিন গার্ডেন' করার প্রস্তাব দিয়েছেন। চিঠিতে লিখেছেন, শহরে প্রচুর গা।ি রো।ছে তা–ই গা।রি ধোঁয়া ও ধুলো থেকে কলকাতাবাসীকে বাঁচাতে সমস্ত পিলার ভার্টিক্যাল গার্ডেন' করে প্রচুর গাছ লাগানো যেতে পারে। তাতে ওই গার্ডেন থেকে কলকাতাবাসী অফুরন্ত অক্সিজেন পাবে। মহানাগরিকের এমন সবুজ–অনুরোধকে মেট্রোরেল কোনও গুরুত্বই দেয়নি। মেট্রোরেল সূত্রে খবর, মহানাগরিকের ১৮ জানুয়ারির চিঠি নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত, দেশের অন্য মহানগর গুলিতে সাধারণত স্থানীয় মহানাগরিকের অনুরোধকে সবসময় মান্যতা দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আলোচনা করেই কলকাতার মহানাগরিকের অনুরোধকে মান্যতা দেওয়া হবে। তবে মেট্রোরেলের পিলারে ভার্টিক্যাল গার্ডেন' সম্ভব বিশ বাঁও জলেই থাকবে। এদিকে চলতি বছরের জানুয়ারি চালু হওয়া জোকা – তারাতলা(অজন্তা সিনেমা) সা।ে ছ' কিলোমিটারের মেট্রোপথের স্তম্ভ ও পথ গেরুয়া মেশানো হলুদ রঙ করা হয়েছে।

লেন্স বার্তা

অদ্ভুত ফিল্ডিংয়ের ভঙ্গি সিলি পয়েন্টের, শেষ শীতের ঠাকুরপুকুরের, ৪০ উর্ধ্বে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে।

১৪ফেব্রুয়ারি, 'ব্ল্যাক ডে', তাদেরই হোক,যারা নীরবে দিল প্রাণ। হাজার রক্ত গোলাপে লেখা থাকুক, তাদেরই জয় গান।

আস্ত সুমো দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাত জুড়ে, (উপরে) ফাঁকা গলিতে কাটছে চালান, পুলিশ শহর ঘুরে। (নীচে)

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার নবমীর দিন রত্না চৌধুরী সরকারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মন জানালা' প্রকাশিত হল লেখক, কবি, শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে পূর্ণ প্রতিমা প্রকাশনার প্রাঙ্গণে। বইটি প্রকাশ করেছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী। নিজস্ব চিত্র

পুরসভার স্বল্পমূল্যে অ্যাম্বুলেন্স ও শবগাড়ি পরিষেবা কলকাতাবাসীর অজানা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর কলকাতা পৌরাঞ্চলে যে পরিষেবাগুলি দিয়ে থাকে, তার মধ্যে অন্যতম হল অত্যন্ত স্বপ্নমূল্যে অ্যাম্বুলেন্স ও ডেড বডি ক্যারিয়ার পরিষেবা। কলকাতা পৌরবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া অথচ কলকাতার অধিকাংশই জানে না কলকাতা পৌরসংস্থা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে অত্যাধুনিক মডেলের অ্যাম্বুলেন্স ও ডেড বডি ক্যারিয়ার দিয়ে থাকে। তাসত্ত্বেও কলকাতাবাসী নিজেদের প্রয়োজনে অত্যন্ত বেশি দামে মহার্ঘ মূল্যে বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে এই দু'টি পরিষেবা নিয়ে থাকে। এই গাড়ি গুলি মধ্য কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ফায়ার বিগ্রেডের সামনে একাধিক অ্যাম্বুলেন্স পার্কিং (এর মধ্যে ১২টি রয়েছে অত্যাধুনিক মডেলের সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার সাংসদের দেওয়া) করা থাকে। যদি কলকাতার সাধারণ মানুষের উপকারে এই অ্যাম্বুলেন্স ও ডেড বডি ক্যারিয়ারগুলি কলকাতার ১৬টি বরোতে বরোভিত্তিক বা উত্তর কলকাতার কিছু বরো থেকে ও দক্ষিণ কলকাতার কিছু

বরো থেকে পরিষেবা দেওয়া হয়, তাহলে কলকাতাবাসী কলকাতা পৌরসংস্থার স্বল্পমূল্যে দেওয়া এই দুই পরিষেবা থেকে আরও বেশি বেশি উপকৃত হতে পারে। এবিষয়ে বরো – ১১ অধ্যক্ষ ১০৪ নম্বর ওয়ার্ড পৌর প্রতিনিধি তারকেশ্বর চক্রবর্তী বলেন, কলকাতার এক্সটেন্ডেড বরোর কোন রোগীকে যদি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে সেই মধ্য কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কের সামনে থেকে অ্যাম্বুলেন্স আসা–যাওয়াতে যেসময় সময় লাগবে, তাতে ওই রোগীদের আর হাসপাতালে নিয়েই যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না। প্রসঙ্গত, একমুহূর্তে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের হাতে ২৩টি সাধারণ অ্যাম্বুলেন্স এবং তিনটি এসি ও দু'টি নন এসি 'ডেড বডি ক্যারিয়ার' আছে। এগুলি রাখা আছে স্বাস্থ্য দফতরের ১৩৪ নম্বর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ–এ। ফোন নম্বর – ০৩৩ ২২১৯ ৭২০২ ও ২২৪১ ১২২৫ এই নম্বরে ফোন করে দিনের ২৪ ঘণ্টা যখন যেমন প্রয়োজন পড়বে কলকাতার ১৬টি বরোবাসী অত্যন্ত মূল্যে এই পরিষেবাগুলি গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার উপ মহানাগরিক তথা পৌর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, উক্ত প্রস্তাবের দুই বক্তা তপন দাশগুপ্ত ও তারকেশ্বর চক্রবর্তী দু'জনেই প্রাক্তন ও বর্তমান বরো অধ্যক্ষ। সুতরাং দু'জনেরই কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার পরিকাঠামো সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও অভিজ্ঞতা আছে। অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়ার জন্য ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দেওয়ার একটা কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজন আছে। ২৪ ঘণ্টা ফোন এলে তার রেকর্ড রাখতে হবে। রেজিস্ট্রার রাখতে হবে। এরকম পরিকাঠামো গড়া গেলে ২৩টি অ্যাম্বুলেন্স কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা যেতে পারে। বর্তমানে বরো – ১১, ১২, ১৪, ১৫ ও ১৬ তে সকাল ১০ – বিকেল ৫টা পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়ার পরিকাঠামো আছে। এই বরোগুলিতে একটি করে অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন করা আছে।

পুরকর্তারা যে হিসাবই করুন না কেন প্রতি বরোতে ১টি করে অ্যাম্বুলেন্স কি আদৌ নগরবাসীর দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে সক্ষম? তাই কলকাতা পুরসভার স্বল্পমূল্যে অ্যাম্বুলেন্স ও শবগাড়ি পরিষেবা লোক দেখানো মাত্র। মানুষকে তাই চাহিদা মেটাতে নানা বেসরকারি পরিষেবার খপ্পরে পড়তেই হয়। সেখানেও কোনো নির্ধারিত হার নেই। ফলে পুরসভা পরিষেবা নিয়ে যতই প্রচার করুক না কেন মানুষের হয়রানি তাতে কমবে না।

এখানে ওখানে

সাত শতাব্দী পরে ত্রিবেণী সঙ্গমে কুম্ভমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭০৩ বছর পর ফের ইতিহাসের সাক্ষী হল হুগলির ত্রিবেণী সঙ্গম। ত্রিবেণী সঙ্গমে গত ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৩ দিনের মেলা বসেছে ত্রিবেণী সঙ্গমে। ত্রিবেণী পরিচালনা সমিতির উদ্যোগে এই কুম্ভমেলা হত। গঙ্গাসাগর মেলা শেষে ঘরে ফেরার পথে সাধু–সন্তদের এক মিলন ক্ষেত্র ছিল এই ত্রিবেণী। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া সেই কুম্ভ মেলাই এবার শুরু হল নতুনভাবে। মূলত দেশের ৪ জায়গা মহারাষ্ট্রের নাসিক, উজ্জয়িনী, এলাহাবাদের প্রয়াগ ও হরিদ্বারে বসে কুম্ভমেলা। ১২ বছর অন্তর হয় পূর্ণকুম্ভ। এবার পঞ্চম জায়গা হিসাবে কুম্ভমেলা বসলো হুগলির ত্রিবেণীতে। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর মিলন ক্ষেত্র হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান ত্রিবেণী। মেলার অন্যতম বীরভূমের তারাপীঠের স্বামী হংসনন্দ মহারাজ জানান, ত্রিবেণীর সপ্তর্ষি ঘাটে প্রধান কুম্ভ স্নান। এছাড়া ঝাউতলা কালীবাড়ি ঘাট এবং ধোপানি

ঘাটে কুম্ভ সূচনা হয়। সাধুসন্তদের উপস্থিতিতে হয় রুদ্রাভিষেক। ৩দিনের এই মেলায় প্রথম দিন শাহী প্রবেশ। দ্বিতীয় দিন শাহী স্নান এবং শেষ দিন হল ধ্বজাবনমন। প্রথমদিন থেকেই বহু সংখ্যক সাধু, নাগা সাধুরা ভিড় জমিয়েছেন। চারিদিকে বসেছে মেলা। স্বাভাবিকভাবেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০ লাখ পুণ্যার্থীদের আগমনে এই মেলা হয়ে উঠেছে এক তীর্থক্ষেত্র। ত্রিবেণীর মেলা মাঠের মঞ্চে প্রবচন দিতে হাজির ছিলেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞান স্বরূপ মহারাজ (বাহিরখণ্ড) গোপেকানন্দ দাস (বৃন্দাবন, গিরিগোবিন্দ)। বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ আশ্রমের স্বামী প্রেমাত্মানন্দ মহারাজ বলেন জনতার ভিড় আর বিপুল সাধুসঙ্গে ত্রিবেণীকে চেনা যাচ্ছে না। গঙ্গার ঘাট ছুঁয়ে থাকা মাঠে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য যজ্ঞ বেদী। আবার বাঁশবেড়িয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের আগমন হয়েছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পুলিশি ব্যবস্থা নজর কেড়েছে। তাই দুপুরের মধ্যে গঙ্গায় জোরদার নিরাপত্তার খাতিরে স্পিডবোট চালানো হয়েছে। মেলা নিয়ে তৎপর স্থানীয় বাঁশবেড়িয়া পুরসভা পুরপ্রধান আদিত্য নিয়োগী বলেন, মেলার প্রয়োজনে পানীয় জল, আলো, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন সহ সমস্ত পুর পরিষেবা দিয়ে তারা সহযোগিতা করছেন। স্বাভাবিকভাবেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুসন্ত থেকে পুণ্যার্থীদের আগমণে ও জয়ধ্বনিতে এই কুম্ভমেলা হয়ে উঠেছে এক তীর্থক্ষেত্র।

রবিঠাকুর থেকে নিবেদিতার পদধূলি ধন্য, আশুতোষ, উত্তমকুমারের সাউথ সাবার্বান স্কুলের ১৫০এ পদার্পণ

জয়ন্ত চৌধুরী : বাংলা সংস্কৃতি, শিল্প ও ঐতিহ্যের অনন্য উত্তারাধিকার নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুল (মেইন) এই ফেব্রুয়ারিতেই দেড়শো বছরে পা রাখলো। তিন শতাব্দীকে ছুঁয়ে থাকা এই বিদ্যালয় ১৮৭৪ সালে তার যাত্রা শুরু করেছিল তৎকালীন শিক্ষাব্রতী ও দানশীল মানুষদের বদান্যতায়। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। তিন উপাচার্য স্যার আশুতোষ, ড. প্রতুল গুপ্ত ও বিজ্ঞানী আনন্দ দেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের পাশাপাশি ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, চলচ্চিত্র জগতের রবি ঘোষ, অরিন্দম গাঙ্গুলী প্রমুখের বিদ্যালয় জীবন কেটেছে এখানে। ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি, প্রাক্তন গোয়েন্দাকর্তা বেণুগোপাল ঘোষ, গায়ক সবিতাব্রত দত্ত, ভাস্কর দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী, বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিনয় ব্যানার্জী সহ অসংখ্য বর্তমান ও প্রাক্তন মন্ত্রী এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী।

১৯০২ সালের ১২ জুলাই এই বিদ্যালয়ের হল ঘরে স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ সভায় রবি ঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে স্মৃতিচারণ করেন।

১৯৩০ সালে ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভগবান দাস হরলালকার নেতৃত্বে প্রশাসনের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে পতাকা তোলেন। আজাদ হিন্দ বন্দীমুক্তি আন্দোলনে ছাত্ররা সক্রিয় ভূমকা নেন এবং শহিদের মৃত্যু বরণ করেন।

ছাত্র ও শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি ডন পত্রিকার সম্পাদক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনিও এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। দেশে বিদেশে অসংখ্যকৃতি প্রাক্তণী ছড়িয়ে আছেন।

প্রাক্তনদের পুর্নমিলন সভায় উঠে এল ফেলে আসা স্বর্ণজ্জ্বল নানা স্মৃতিকথার মালা। প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক ড. জয়ন্ত চৌধুরীর লেখা বিদ্যালয়ের থিম সঙ 'দেড়শো বছরেও অম্লান' গানটি সংগীত শিল্পী সৈকত মিত্রের সুরে ও কণ্ঠে বেজে উঠলে উপস্থিত সভাঘরের সবাই দাঁড়িয়ে উঠে বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি এক বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রায় দেখা মিলল উত্তমকুমার, নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সাজে সজ্জিত ছাত্রদের। দেড়শো বছরের স্মারক প্রস্তর ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুপর্ণানন্দ। তিনি বলেন ঐতিহ্যময় এই বিদ্যালয়ের প্রতিটি ধূলিকণা এবং গৃহটি অতি পবিত্র। পাঠদানকে সেবা হিসাবে গ্রহণ করা কর্তব্য। পরের দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। সূচনায় উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্র বর্তমান সেচমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ সৌগত রায়, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও শিক্ষক তাপস হালদার শিক্ষকরত্ন, জাতীয় শিক্ষক হওয়ায় সংবর্ধনা জানান সহপাঠী ও শিক্ষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী। উপস্থিত বক্তারা বিদ্যালয়ের সাফল্য কামনা করে আগামীদিনে সহায়তার আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে রেড রোডে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'কারার ওই লৌহকপাট' নৃত্য পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জন করে। প্রধান শিক্ষক দিলীপকুমার দাস সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনে সবাইকে বিদ্যালয়ের পাশে থাকতে আশ্বাস জানান। অসুস্থ থাকায় বিদ্যালয়ের সভাপতি তপন কুমার দাস থাকতে না পারলেও সাফল্য কামনা করেন।

ওড়িশি নৃত্য ও প্রাথমিকের ছাত্রদের সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। তরুণ যাদুকর প্রিয়মের আকর্ষণীয় যাদু প্রদর্শন ছোট ছোট ছাত্রদের ঘন ঘন হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়।

বর্তমান ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাদের লেখা ও ভাবনায় 'আনন্দের সাগর স্রোতে' অনুষ্ঠানটি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধের মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রবি ঠাকুরের স্বদেশপ্রেম ও নৃত্যে অন্যভাবে মূর্চ্ছনায় বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যায় অনুষ্ঠানটিকে। সব শেষে মাটির সুরে মাতিয়ে দেন সংগীত শিল্পী তীর্থ ও তার সহজ মানুষ সম্প্রদায়। একাধিক বিদেশী লোকশিল্পীও অংশ নেন। রবীন্দ্রসদনের প্রেক্ষাগৃহ সেদিন প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছিল।

মাঙ্গলিকী

প্রকৃতির বাহুডোরে–রুমকি দত্ত বনিকের ছবির প্রদর্শনী

দ্যুতিমান ভট্টাচার্য

শিল্পের একটি অংশ দর্শককে মুগ্ধ করতে পারে। এটি দর্শককে কাঁদাতে পারে, এটি দর্শককে হাসাতে পারে, এটি তাদের আকুল করে তুলতে পারে। এবং এই সবের মাধ্যমে এটি আমাদের পরিবর্তন করে। এটি আমাদের মনে করায় যে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে কতটা সংযুক্ত। প্রকৃতির প্রতিটি প্যাটার্ন এবং বিশদ কীভাবে প্রতিফলিত হয় আমরা যা করি, আমরা যা বলি, আমরা যেভাবে বাস করি –তার মধ্যে দিয়ে। কারণ শেষ পর্যন্ত আমরাই প্রকৃতি। অথচ, আমরা প্রায়শই সেই সংযোগটি ভুলে যাই। – কলকাতায় মার্কিন কনস্যুলেটের কনস্যুলার জেনারেল মেলিন্ডা পাভেক কথাগুলি বললেন রুমকি দত্ত বনিকের প্রথম একক প্রদর্শনীর উদ্বোধনে। পুরস্কার বিজয়ী জাপানি চলচ্চিত্র নির্মাতা সাসাকি মিকা এবং শিল্প সম্প্রদায়ের অন্যান্য প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বরাও উপস্থিত ছিলেন। মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়ের কিউরেট করা রুমকির সাতোরি' বর্তমানে কলকাতার আইসিসিআর'এর বেঙ্গল গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়ে গেল ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি, বিকাল ৩টে থেকে ৮টা পর্যন্ত।

এই প্রদর্শনীটি আমাদেরকে প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করবে প্রকৃতির প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত থাকার ক্ষেত্রে আমাদের শ্রদ্ধা ও যত্ন বৃদ্ধি করতে সক্ষম করবে।এই প্রদর্শনী প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের প্রতিফলন করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং আমরা কীভাবে এর সঙ্গে যোগাযোগ করি সেই পথ উন্মুক্ত করবে।

প্রদর্শনীটি ওকাকুরা কাকুজো এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়েছে– দুই মহান শিল্পী যাদের প্রভাব রুমকির ওপর যথেষ্ট। ওকাকুরা কাকুজো শিল্প জগতে 'এশিয়ান মোডের' ধারনা নিয়ে এসেছিলেন। আবার,অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় এবং পূর্ব এশিয়ার দৃশ্য শৈলী এবং কৌশলগুলির দক্ষ সংশ্লেষণের মাধ্যমে আধুনিক

ভারতীয় শিল্পকে একটি নতুন এবং সতেজ দিক দিয়েছিলেন। দুই শিল্পীর মতো রুমকিও ওঁর শিল্পে প্রাচ্য এবং স্থানীয় দৃষ্টিকোণ এনেছেন। শিল্পী জানালেন – এই দুই অদম্য ব্যক্তি না থাকলে, শিল্পের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো আজকের থেকে ভিন্ন হত। রুমকির কাজ মূলত নেপালি হ্যান্ড মেড পেপারে ইঙ্ক আর গ্রাফাইটে। এক ভেজা প্রকৃতির অবয়ব আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যেন কোনো সুদূর থেকে ভেসে আসে সারেঙ্গীর সুর। তিনি ছোটবেলার অনেক লালিত স্মৃতির কথা বললেন। তার মধ্যে রয়েছে ওঁর ছোটবেলার শিলচরের গল্প এবং সেই শৈশব বাড়ির প্রতি তাঁর টান। সেই দিনগুলির স্মৃতি এবং প্রকৃতির কোলে তিনি যে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন তা তার চিত্রকর্মগুলিতে একটি পথ খুঁজে পায়। তিনি স্মৃতি আর বর্তমানের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করে চলেছেন। একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্প ইতিহাস অনুশীলনকারীর কাছে এটা একটা অন্য পদক্ষেপ। অনন্যও বটে।

মাথুরের সাহিত্য আকাদেমির কবিতা পাঠের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রবিবার ডায়মণ্ড হারবার ২নং ব্লকের মাথুর–এ সাহিত্য একাদেমীর আর্থিক সহযোগীতা ও অনন্য বনফুল সমাজ উন্নয়ন সমিতির (ম্যাবসাস) ব্যবস্থাপনায় এখানকার মানখণ্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল গ্রামালোক কবিতা পাঠের আসর। এই কবিতা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ২০২০ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডল এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও বিশিষ্ট কবি সুশীল মণ্ডল।

সাহিত্য একাদেমির নিয়ম অনুসারে স্থানীয় বিশিষ্ট ৫জন কবি–কে এই কবিতা পাঠের আসরে আহ্বান জানানো হয়েছিল। অনন্ত কুমার ভট্টাচার্য (প্রাক্তন শিক্ষক ও কবি), ড. বলাইচাঁদ হালদার (প্রাক্তন অধ্যাপক ও কবি), প্রেমানন্দ হালদার (প্রাক্তন শিক্ষক ও কবি), রত্নাকর মণ্ডল (প্রাক্তন পুলিশ অধিকর্তা) ও নীলরতন মণ্ডল (সাহিত্যিক)। অতিথি–বরণ, উদ্বোধনী সঙ্গীত ও রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু হল এদিনের কবিতা পাঠের আসর। সূচনাতেই এদিনের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিশু সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন দাসের আবেদনে প্রয়াত কবি–সাহিত্যিকদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন ম্যাবসাসের সম্পাদক স্বরূপ পুরকাইত। দঃ২৪ পরগণা এবং পার্শ্ববর্তী হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রায় ৫০ জন কবি এই আসরে উপস্থিত ছিলেন। কবি পরেশ সরকার, অমিতাভ দত্ত, ভাগ্যধর বারিক, মানিক চন্দ্র পাহাড়ী,ভগীরথ গিরি, নিরঞ্জন মণ্ডল, অলক মণ্ডল, রবীন দাস, বীরেন্দ্র কয়াল, আশিষ কুমার ভূঁইয়া, সত্যজিৎ সাঁতরা, গুরুপদ জানা, তপনকান্তি মণ্ডল, সুদাম কৃষ্ণ মণ্ডল, শ্রীমন্ত মণ্ডল, সাংবাদিক দিলীপ ঘোষ, হরিহর বৈদ্য, বিমলেন্দু পাল, সুব্রত সুন্দর জানা, মানসী হালদার কুইতি, দেবাশিষ হালদার, শ্রীকান্ত মালিক,আকবর আলী, শেখ নুরুল হুদা, নির্মাল্য হালদার, অমলেন্দু বিকাশ দাস. সঞ্জয় গায়েন, রতন নস্কর প্রমুখ।

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে এমন আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। আয়োজক সংস্থা মাথুর অনন্য বনফুল সমাজ উন্নয়ন সমিতির হেমেন্দ্র কুমার মণ্ডল, পাপিয়া সামন্ত, চন্দন হালদার, গোপাল হালদার, জয়দীপ হালদার সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দের আন্তরিকতায় এদিনের অনুষ্ঠানটি এক অন্য মাত্রায় পৌঁছোতে সমর্থ হয়।

আলতামিরায় চিত্রানুগের কালার স্পেলাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ ফেব্রুয়ারি এক বর্ণাঢ্য সন্ধ্যায় চিত্রানুগের দ্বিতীয় কালার স্পেলাশ' প্রদর্শনী দ্বারোদঘাটন হয় দক্ষিণ কলকাতার লেক ভিউ রোডের 'আলতামিরা আর্ট গ্যালারী'তে। চিত্রানুগের কর্ণধার শ্বেতা দাস ও সোমনাথ কাঞ্জিলালের উদ্যোগে মোট ২৫জন শিল্পীর মোট ৫৫টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়।

বিশিষ্ট স্থিরচিত্রশিল্পী অতনু পাল, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী প্রশান্তকুমার বসু ও সুজিত কুমার ঘোষ, বিশিষ্ট কবি অমিত চক্রবর্তীর বর্ণোজ্জ্বল উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ৪দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর সূচনা হয়।

নানারঙে ও ভিন্ন ভাবনায় এই প্রদর্শনী চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এই প্রদর্শনীতে মিশ্র মাধ্যম, জলরঙ, অ্যাক্রেলিক, ধাতুর ভাস্কর্য, আলোচিত্রের মাধ্যমে শিল্পীরা বিভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে তাদের ভাবনাচিন্তার রূপদান করেছেন।

উপরোক্ত শিল্পীদের পাশাপাশি এই প্রদর্শনীর স্বনামধন্য অন্যান্য শিল্পীরা হলেন সোমনাথ কাঞ্জিলাল, প্রশান্ত চন্দ্র, কাশ্যপ রায়, বিশ্বজিৎ পাল, সঞ্জু মান্না, ধর্মেন দাস, শাশ্বত দাশগুপ্ত, সেলিম মিস্ত্রি, সোমরিতা রায়, অরিত্র দত্ত, লীনা মাহাল, মৈনাক পোরেল, শুক্লা রায়, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, রণিতা সাউ, সুনিতা শ', রিষিজা চক্রবর্তী, তীর্থঙ্কর দত্ত, সঙ্ঘমিত্রা সেনগুপ্ত, দেবাশিস সরকার, রাজেশ চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু দিন্দা, পারস্মিতা সাহা প্রমুখ।

জ্ঞান ও চেতনা পত্রিকার কবি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হল (শিয়ালদহ)–এ কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি জেলার প্রায় দুশো কবি জ্ঞান ও চেতনা পত্রিকার এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুকুমার রুজ ও বিশিষ্ট শিশু–সাহিত্যিক প্রবীর জানা, ধনঞ্জয় সিংহ, তিস্তা বেইজ, সুশীল দাস, রাঘবেন্দ্র দাস প্রমুখ বহু কবি। এই উদ্যোগের নেপথ্য সহায়ক ছিল পূর্ব–বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানা অন্তর্গত মাসুন্দী মহিমাচরণ মিশ্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটি। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের ও দুঃস্থ পরিবারকে সহযোগীতা ও সাহায্য করারই এই ট্রাস্টের মূল লক্ষ্য। কলকাতা সংগঠনের সম্পাদিকা শ্রীমতি অনামিকা চক্রবর্তী ও সহযোগী বহু কবি ও সহমনস্ক সুধীজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এমন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়। কবি অদৃশ্যনাথ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার করেন সম্পাদক বিজন চন্দের হাতে।

বইমেলায় সাক্ষী থাকল স্ট্যাচু গোপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুরু থেকে শেষ। এবারের ৪৬তম কলকাতা বইমেলা সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক প্রাঙ্গণে এই কয়েকটা দিন নানানা দৃশ্যের সাক্ষী থাকল। এর মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কুলপীর রাধারামপুর গ্রামের গোপাল মণ্ডল বইমেলায় স্ট্যাচু সেজে বইপ্রেমীদের তাক লাগিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে হাজারও মানুষের ভিড় জড়ো হয়, গোপালের চোখের পলক না পড়া মডেলের দিকে। বইমেলার দিনগুলিতে সে স্ট্যাচু ছিল 'রাজ্যে শিক্ষার মান তলানিতে' পৌঁছেছে। তার বয়স পঞ্চাশ বছর। বাড়িতে দুই ছেলে স্ত্রী সনোকা ও মা গীতাদেবী রয়েছেন। মূলত তার পেশা রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের। তবে দীর্ঘদিন ধরে সে বিভিন্ন মেলায় নানা ধরনের স্ট্যাচু হন। এর মধ্যে রয়েছে মায়াপুরে রাস উৎসবে 'রাজা রামমোহন রায়', জয়দেবের কেঁদুলি মেলায় শ্রীচৈতন্য, পুরীতে মহাপ্রভু জগন্নাথ, ডায়মন্ড হারবারে 'বীরষা মুণ্ডা'। এদিকে জনসমুদ্রের বইমেলায় তাঁর আয় হল চার হাজার টাকা।

তথ্য : মলয় সুর, ছবি : স্বরূপ নন্দী।

কবিতা

জাল
ভীমচন্দ্র ঘোষ

পাতালপুরে মাতাল পৃথিবী ধুঁকছে
বিষাক্ত জলরাশিতে।
তুমি এখন বড় ভাবনায় পড়েছ
তরল রক্ত জানিয়ে দিচ্ছে কুড়ি বছরের
ইতিহাস, ভিন্ন রামধনুতে।
অতি যত্নে বানিয়েছি বিশ্বের সেতু
কেতুবনে লতাপাতায় জড়িয়ে আছ জানি।
এই নির্জনে একাকি সেদ্ধ হচ্ছো রোমাঞ্চিত সভ্যতায়
সামনে জালের বেড়া স্বপ্ন রেখা।
জাল ছিঁড়ে বের হতে পারছো না কেন,
ভেতরে আগুল জ্বলছে স্থির চিত্তে
কমলিত হাত দুটি বাড়িয়েছ অধিক যন্ত্রণায়।
(শতল, কলসা, ফলতা, দঃ২৪ পরগণা)

পোষ্য
অভিনন্দন মাইতি

চিহ্নিত হাতের ওপর শুয়ে থাকে পোষা মাছ
জলকেলি ছিল
ছিল বাস্তুঘুঘুর তোলা মাটি
এখন রোদ ছোঁয় নিরিবিলি
এখন বৃষ্টি ও বসন্ত আসে।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে মাছটা চলে যায় গভীরে
পরিশ্রমের রেশ হারিয়ে যায়
ভালো লাগে না পা ঝুলিয়ে থাকতে পুকুরে।

একটু সাঁতার কেটে ফিরে এলে
জলের সঙ্গে মেতে ওঠে ঘাট।

দেখা যায় না মাছ
সেও উন্মাদের মতো লুকিয়ে থাকে
যেভাবে পোষ্য ইচ্ছেরা থাকে।
(হরেন্দ্রনগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

ও কে
নির্মল কুমার প্রধান

ফাল্গুনে গুন্ গুন্ সুর তুলে যায় কে ?
হৃদয়ের নিকট কি দূর খুঁজে পায় কে ?
কাঁকনের ঠুন ঠুন্ মৃদুস্বরে বাজলো যে
আবেশে কৃষ্ণচূড়া পলাশরা সাজলো যে।
রঙ ঝরা বন জুড়ে নূপুর যে বাজে ঐ
বাঁশরি ও তার টানে অভিসারে সাজে ঐ
পঞ্চমী সুর তুলে কোকিলাও উতলা সে
আকাশ–বাতাস–নদী ফাগুয়ায় বিহ্বলা সে।
অন্তর পথ ধরে কে বা যায় আসে ও,
রঙ রঙ নকশীর প্রেম ভালোবাসে ও।
(বরদাপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

বোগেনভিলিয়া
দেবাশীষ রায়

সুবাসের জন্য জেসমিনের কাছেই যাও –
আমি শুধু বাহারি কিছু রঙ দিতে পারি।
তবুও কেন মিছে আমারই খোঁজ করো ?
ওহ্! কেমন আছি সেটাই বুঝি জানতে চাও ?
ভালো আছি কিনা বুঝি না।
আজও বেশ কিছু পাপড়ি খসে পড়েছে,
সবুজ গালিচায় আলপনা দেখি সজল চোখে।
তবুও কাঁটাময় শরীরটা কভু হাসতে ভোলেনি।
এখনো গোলাপী–সাদা–সোনালী রঙে সাজি,
তোমায় দেখে মাছা দুলিয়ে গুনগুনিয়ে উঠি।
নাইবা থাকুক সাবাসের অহংকার,
বোগেনভিলিয়ার রঙীন আলপনা ভুলবে কেমনে ?
(দাঁইহাট, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান)

আনন্দ বিহার
গোলাম মর্তুজা

ছোট বেলার দিনগুলি মোর
সোনার খাঁচায় রইল না।
দৌড়ঝাঁপ ডাংগুলি লেখাপড়ার
চোরাগলি পার হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালাম
সংসারের আসল গলিতে।
দোস্তি আর কুস্তির যুগলবন্দীতে
ছিয়াত্তরটা বসন্ত করলাম পার।
মনের গভীরে গান বাজে –
তুমি কে, কে তোমার ?
গাইতে গাইতে চলে এলাম
বৃদ্ধাশ্রম – আনন্দবিহার।
এ আনন্দ সবাকার, সবাই মিলে বাঁচি
এ ভাবেই থাকি, যে ক'টা দিন আছি।
(বোলপুর, বীরভূম)

পারিনা
দীপ্তি বণিক

কত কি পারিনা দিতে, জান তো –
ডুবন্ত বিকেল দিতে পারিনা
সোজা বা আঁকাবাঁকা পথ দিতে পারিনা,
এক সঙ্গে হেঁটে যাওয়া এক মুঠো রোদ
কাঁকর ভরা নদীর স্রোত,
সামনে পাথুরে ঢিবির পাশে
একটা গাছ বা দুটো গাছ
সজনে–কে জড়িয়ে ধরেছে আমলকী
আমলকীকে গঁথে নিয়েছে সজনে
থমকে দাঁড়িয়েছি দুজনে –
দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য আলো
তাও দিতে পারিনা,
গাঢ় হয়ে আসা বাতাস, মাখামাখি
বেল, জুঁই, কদমের গন্ধ
আঁধার জড়িয়ে থাকা বোধ বিছানা
আর দুটো বিশ্বাসী হাত
দাওনা বলে, তাও পারিনা দিতে,
তোমার অপকর্ম।
(দিঘীর পাড়, রায়দিঘী, দঃ২৪ পরগণা)

মানা
অভিক ভাণ্ডারী

চোখ রাঙিও না যখন তখন
বললাম না, যাবো না
ইচ্ছে ঘুড়ির কল্পনায়
না না উড়বো না।
জীবনগুলো হৃদয় শূণ্য
মুখোশ ভরা খল,
পাহাড় কেটে ঝর্ণা আনো
নদী পাবে জল।
ভগবানের সৃষ্টি ভুবন
ইচ্ছে–রাঙা–ডানা
খেয়াল খুশি খেলবে তারা
তোমার কেন মানা !
গোলদিঘী ঠিক পেরিয়ে যাবো
সাঁতার আছে জানা।
(খোর্দ, কামারপোল, দঃ২৪ পরগণা)

আজও সমাজে
পরিতোষ সামন্ত

আজো সমাজে নিপীড়িত মানুষ
অত্যাচারিত, শোষিত হয় নীরবে,
দিকে দিকে শুনি কোলাহল, ক্রন্দন
দুর্দশাগ্রস্থ বিমর্ষ হয় এখনও এভাবে।
অতীতের ছায়া ঘুরে বেড়ায় পলে পলে
রাজপথে চলে শবের মিছুল,
চারিদিকে ওঠে উতপীড়িতের ক্রন্দন
কপট, দুর্জন হাসে উল্লাসে খিলখিল।
বিবেকহীন মানুষ প্রহসন ভরা বিচারে
সৃষ্টি কাঁদে নব প্রজন্মের দিকে চেয়ে
প্রতিবাদে হয় না তার কোন প্রতিকার
সময় কাটে অলসতার গান গেয়ে।
(চিন্তামণিপুর, দূর্বাচটি, দঃ২৪ পরগণা)

ফুল নিয়ে
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুল তুলি সব উদ্যানে
হাসি খেলি দুঃখ ভুলি
আছে মায়ার বাঁধন সব খানে।
আমরা চলি চলার পথে
চলি সবাই সাবধানে,
ফুল নিয়ে সব করি পূজা
ফুলকে মাখাই চন্দনে।
মন্দিরেতে আছে প্রভু
তাই তো যেতে মন টানে।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

একুশে ফেব্রুয়ারী
বিক্রমজিত ঘোষ

রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
ঢাকার রেসকোর্স ময়দান –
লাল হয়ে উঠেছিল উনিশ–শো বাহান্ন সন।
বাঙালীরা চেয়েছিল বাংলা হোক সরকারী ভাষা
পূর্ব পাকিস্তানে।
পাক–শাসকেরা চেয়েছিল উর্দু হোক তাদের
রাষ্ট্রভাষা
বেঁধেছিল সংঘাত।
রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
বাংলা মায়ের পড়লো চোখের জল
প্রাণ হারালো আহমেদ, বরকত, জব্বার, আহত
অনেক
সবুজ রমনা পার্ক সেদিন হয়েছিল লালে লাল –
সেদিনের আন্দোলন সার্থক হল
উনিশশো নিরানব্বই এর সতেরোই নভেম্বর।
ইউনেস্কো ঘোষণা করল –
আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারী
(হাওড়া –১)

তবু
তপন কুমার দাস

সংসারের সাপলুডো খেলায়
কেউ মই বেয়ে ওপরে ওঠে
কেউ বা সাপের মুখে পড়ে
নীচে নেমে যায় –
তবু কেউ কিন্তু হাল ছাড়ে না
খেলতেই থাকে।
(বালিয়াডাঙা, চাকদহ, নদীয়া)

জলছবি
বিবেকানন্দ নস্কর

এখনো স্নানের ঘাটে জলছবি পদচিহ্ন
ঘুঁটের পাঁচিলে অস্পষ্ট পাঁচ আঙুলের দাগ
বাতাসে আধ ময়লা ঘামে ভেজা শাড়ির ঘ্রাণ।
ভাঙা রাস্তার পাশে ভাঙা সাঁকো
সাঁকোর ওপারে ভাঙা ভাঙা বাড়ি
অনাহারী মুখ, ছড়ান পবিত্রতার পরশ।
পানাপুকুরে কলমি ফুলের রেণু
ধুলোর মাঠ, কালো কালো ছেলেরা খেলা করে
তেঁতুলের পাতা চিবিয়ে খায়।

কতদিন পরে এসেছি আবার
ভাঙা সাঁকোর কাছে
ভাঙা তানপুরা পড়ে আছে !
মৃতদেহ ছুঁয়ে সম্পর্ক ভাবলেশহীন
চোখের পাতায় কেন ভিজে শোক ?
এসো মৃত ভোর, ঝরা ফুল হাতে ।
আমার আকাশ থেকে রামধনু মুছে দাও ....
(সন্তোষপুর, চাঁদপালা, দঃ২৪ পরগণা)

নবীন জীবন
কানাইলাল সাহু

নবীন জীবন, বহুদূর পথ
পথ আছে তোর সমুখে।
স্নেহ রস ভরা, সেটিকি আছে,
পিয়ে নিস্ এক চুমুকে।
(দীনেশ পল্লী, পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা – ৯৩)

পারুল কথা
সুব্রত ভট্টাচার্য

জন্ম থেকে হাত পেতে বড় হওয়া
পারুল পৃথিবীতে কী চেয়েছিল ?
হয়তো সে চেয়েছিল – সুখ, শান্তি আর
ভালোবাসা ঘেরা এক টুকরো ঘর –
সদাব্যস্ত, গৃহস্থালী – আর পাঁচটা মেয়ের মতন।

কিন্তু মানুষ চায় এক হয়ে যায় আরেক,
নইলে বাজারের তোলাবাজ হাতকাটা রতন
ওকে দেখে কেন হবে দেবদাস ?
আর পতঙ্গের মতো দিয়ে ঝাঁপ
পারুল পড়ল ওই আগুনে –
লাজ, লজ্জা, শরম আর যৌবন বিসর্জন দিয়ে ॥

তারপর আর পাঁচটা বেশ্যার মতো
যৌবন শেষে – রূপ–লাবণ্য কালে কালে উধাও হলে
নিজেকে সে ভেবে নেয় মহল্লার মাসি।
(পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা – ৯৩)

তেজারতি
ইলা দাস

বদলেছে পথ
পাল্টে গেছে চেনা গন্ধ – দিশেহারা মানুষ।
তেজারতি করে মনিব মহাজন
পাঙ্গাশ চোখে বুভুক্ষু মুসাফির
সস্বিত ফিরতেই চেনা পথে পা ফেলি।
আলোর ঠিকানায় দৃষ্টি রাখি
মা–মাটি–মানুষের খোঁজে।
(পাটুলী, কলকাতা – ৯৪)

তিতাস
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

দক্ষিণ পূর্বাংশের প্রবাহমান নদী বাংলা দেশের
স্থানীয় ভাষায় সাইদ্রা নদীর নামে পায় পরিচিতি তার।
তিতাস নদী
আছে প্রাণ, উচ্ছাস, আবেগভরা স্রোতের গতি
দুকূল ভাসায় বর্ষার আগমনে
জলতরঙ্গ আছড়ে পড়ে ক্রমশ শুকনো মাটির বুকে
ভেজায় আবার ফসলে ক্ষেত পরিপূর্ণতার ত্রাসে।
খেলা করে যৌবন যেন ভরা কোটালে কোটালে
জাগায় তার নব নব স্বপ্নের প্রকৃতিকে।
ভোরের কাকলির কোলাহলে মুখরিত প্রাণের সুরে
মেঠো পথে একতারা বাউল চলে
নদীর আল বেয়ে বেয়ে।
জীবন স্রোতে
হাসি কান্না, সুখ দুঃখের যন্ত্রণা, আশা,
আকাঙ্ক্ষা নীরবে
বয়ে চলে খেয়া নৌকার পাল তুলে ছুটন্ত হরিণীর মত,
উচ্ছসিত বিকশিত করে নিজেকে শত দলের মত।
প্রসারিত প্রাণে প্রবাহিত জীবন জীবিকার সন্ধানে
গড়ে ওঠে কত নগর, গঞ্জের সভ্যতা, কত খেয়া দেয় পাড়ি
সে জীবন যাত্রার পথে পথে।
জীবন ছন্দের কত রূপকথা রচে নক্সী কাঁথার মাঠে,
গতি আনে জীবন লেনদেনের খতিয়ানে।
নদীর পাড়ে পাড়ে গড়ে কত আধুনিকতা
সভ্যতার নগরী
সে বুকে থাকে নববধূর মত শ্যামলী।
নির্জনতার ঘোমটা খুলে কত জীবনের আহ্বানে
নিজেকে প্রকাশ করে নিত্য নতুন রূপে, রূপে
কেহ আসে, কেহ আবার যায় ফিরে শেষ বেলাতে
শেষ খেয়া বেয়ে।
কিন্তু তিতাস চলেছে আপন গতিতে যেন
যৌবনের স্রোতে।

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611

আঁতস কাঁচে

চাপে সবুজ মেরুন

নিজামের শহর থেকেও খালি হাতে ফিরতে হল এটিকে মোহনবাগানকে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন হায়দরাবাদ এফসি ঘরের মাঠে ১–০ গোলে হারিয়ে দুই নম্বরে থাকা নিশ্চিত করে ফেলে। অর্থাৎ তারা সরাসরি সেমিফাইনালে খেলবে। এই ম্যাচ হেরে সেরা ছয়ে থাকার দৌড়ে নিজেদের অবস্থা আরও কঠিন করে ফেলল সবুজ মেরুন বাহিনী। এই নিয়ে টানা তিনটি ম্যাচে জয়হীন থাকল তারা। পরের ২ ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্স ও ইস্টবেঙ্গল এফসি–কে হারাতে না পারলে প্রথম ছয়ে থাকা বেশ কঠিন হয়ে উঠতে পারে সবুজ মেরুন শিবিরের পক্ষে।

নতুন ভূমিকায় সানিয়া

টেনিস ছাড়বেন পাকাপাকিভাবে। কেরিয়ার কোনদিকে টার্ন নেবে! তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। টেনিস শেষে স্বামী শোয়েবের ক্রিকেটই পছন্দ সানিয়া মির্জার। তবে ক্রিকেটার হিসেবে নয়, মেন্টর হিসেবেই নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে সানিয়া মির্জাকে। ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের মেন্টর হলেন সানিয়া মির্জা। ফলে আসন্ন ডব্লুপিএল–এ স্মৃতি মান্ধানা–রিচা ঘোষদের সঙ্গে কাজ করতে দেখা যাবে সানিয়াকে।

আইপিএলে বুমরাহ

দেশের হয়ে খেলতে গেলেই আনফিট আর আইপিএল এলেই ফিট! নেটিজেনরা এমন মন্তব্যে বছর শুরু থেকেই সোচ্চার জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টও ফিরছেন না জসপ্রীত বুমরাহ। পরিবর্তে বোর্ডের আশা, আইপিএলের আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে যাবেন ভারতের অন্যতম সেরা বোলার। জসপ্রীত বুমরাহ পিঠের চোটের কারণে সেপ্টেম্বর থেকে মাঠের বাইরে। সব ঠিক থাকলে ফিরবেন আইপিএলে।

সরল তৃতীয় টেস্ট

শেষ পর্যন্ত আশঙ্কা সত্যি হল। কোনও ঝুঁকি নিল না বিসিসিআই। ধরমশালা থেকে সরে যাচ্ছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। ভেন্যু পুরোপুরি প্রস্তুত না হওয়ায় সিরিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের বদলে হবে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে। মূলত তুষারপাত ও বৃষ্টির জন্য পিচ ও আউট ফিল্ড তৈরি ছিল না। ১ মার্চ থেকে ধরমশালায় হওয়ার কথা ছিল তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ। সেটাই হবে ইন্দোরে।

ছাড়লেন মরগ্যান

আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছিলেন ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যান। এবার সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের প্রথম আসরের শেষ দিনে পেশাদার ক্রিকেট থেকেও অবসরের কথা জানালেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন এই মিডল অর্ডার ব্যাটার।

নীরবেই চলে গেলেন ভারতের উজ্জ্বল নক্ষত্র তুলসীদাস বলরাম

সুমনা মণ্ডল

ভারতীয় ফুটবলের তিন মূর্তি বা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বলা হত চুনী গোস্বামী, পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় আর তুলসীদাস বলরামকে। কেউই আর রইলেন না। আগেই প্রয়াত হয়েছেন চুনী গোস্বামী ও পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি নিঃশব্দে চলে গেলেন ১৯৬২ এশিয়াডের সোনাজয়ী ভারতীয় দলের আর এক সদস্য তুলসীদাস বলরাম। বৃহস্পতিবার দুপুরে মধ্য কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

উত্তরপাড়ার গঙ্গার তীরে তিনতলা ফ্ল্যাটে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতেন। ময়দান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন অনেকদিন আগেই। নিঃশব্দেই প্রায় চলে গেলেন ভারতের অন্যতম এক ফুটবল নক্ষত্র, তুলসীদাস বলরাম। দীর্ঘদিন ভুগছিলেন বার্ধক্যজনিত রোগে। বারবার হাসপাতালেও ভর্তি হতে হত। কখনও কাউকে জানাতেন, কখনও কেউ কিছুই জানতে পারতেন না। কয়েকদিন আগেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তুলসীদাস বলরাম। তারপর তাঁর সঙ্গে একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখা করে আসেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রাজ্য সরকার তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার নেয়। তাতেও শেষরক্ষা হয়নি।

১৯৩৬ সালের ৪ অক্টোবর সেকেন্দ্রাবাদে আম্মাগুডা গ্রামে জন্মেছিলেন। ১৯৫৪ সালে আর্মি কমব্যাট ফোর্সের হয়ে ফুটবল খেলা শুরু। ১৯৫৫ সালে হায়দরাবাদ ফুটবল সংস্থার সভাপতি সৈয়দ আবদুল রহিমের চোখে পড়ে গিয়েছিলেন বলরাম। এরপর হায়দরাবাদের রাইডার্স ক্লাবের হয়ে খেলতেন। সেখান থেকে যোগ দিয়েছিলেন হায়দরাবাদ সিটি পুলিশে। সন্তোষ ট্রফিতে এমনই পারফরমেন্স করেছিলেন বলরাম তাতে ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতীয় দলে জায়গা পেয়েছিলেন। এতদিন সেই দলের শেষ জীবিত সদস্য ছিলেন বলরাম। এরপরই খেলতে আসেন ইস্টবেঙ্গলে। লাল হলুদ জার্সিতে যেন বদলে যায় জীবন। ভারতের হয়ে যেমন স্মরণীয় ম্যাচ ও গোল করেছেন, তেমনই ক্লাব ফুটবলে লাল হলুদ জার্সিতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন একসময়। জিতেছেন একের পর এক ট্রফি। করেছেন দ্রুততম ১০০ গোল। জোড়া ট্রফি জয়ের কৃতিত্ব (১৯৬১ লিগ ও শিল্ড) তাঁরই। সবচেয়ে বেশি ২৩ গোল করে পেয়েছিলেন গোল্ডেন বুটও। এরপর বাংলাকে ভালবেসে বাংলাতেই থেকে যান। বাংলার হয়ে সন্তোষ জিতোছেন ৩ বার। ১৯৫৮, ১৯৫৯ ও ১৯৬২ সালে বাংলাকে সন্তোষ ট্রফি জেতানোর অন্যতম নায়ক ছিলেন বলরাম। ১৯৫৬ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হয়, ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ভারতের হয়ে খেলেন। গোলও করেছেন। ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিল ভারত। সেই দলেও ছিলেন তিনি। ১৯৬৩ সালে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে বিএনআরে যোগ দেন। আর সেই বছরই তিনি ফুটবলকে বিদায় জানান।

জীবনে অসাধারণ পারফরমেন্স করে জুটেছিল একমাত্র অর্জুন পুরস্কার। পদ্মশ্রী পাননি বলে চোরা ক্ষোভ ছিল, কিন্তু সে আফশোস প্রকাশ্যে করতেন না। তবু শেষবেলায় ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়েছিলেন। যে ক্লাবের জন্য জীবনের সর্বস্ব দিয়ে খেলতেন, খেলা ছাড়ার পর সেই ক্লাবের কর্মকর্তাদের কাছে অপমান, শেষদিনেও ভুলতে পারেননি। বর্তমান কর্মকর্তারা চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু অভিমান যায়নি তাঁর শেষজীবনেও। শেষদিন পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলে আর পা রাখেননি। এমনকি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁর মরদেহ যেন না যায়, সে কথাও বারবার বলে গিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত যায়ওনি। তিনি প্রয়াত হয়েছেন শুনে বেসরকারি হাসপাতালে গিয়েছিলেন লাল হলুদের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। ক্লাবে তাঁর ছবিতে মালাও দেন। হাসপাতালে গিয়েছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে কোনো ক্লাব নয়, তুলসীদাস বলরামের মরদেহ গেছে সোজা তাঁর বাড়িতে। উত্তরপাড়ার বাড়িতে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে আসেন উত্তরপাড়ার পুরপ্রধান। অথচ শোকস্তব্ধ ময়দানের হাতে গোনা কয়েকজন ফুটবলারই শেষদিনে হাজির হয়েছিলেন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। এরমধ্যে চেনা মুখ সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বাস্তব রায়, সুদীপ চক্রবর্তীরা রয়েছেন। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে তুলসীদাস বলরামকে গানস্যালুট দেওয়া হয়। উত্তরপাড়ায় তাঁর বাড়ির সামনেই গেড়ির সিনেমা হলের উল্টোদিকে অস্থায়ী মঞ্চ করা হয় তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। পরে উত্তরপাড়ার শিবতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ক্রাচ হাতে হাঁটছেন ঋষভ দিলেন নতুন বার্তাও

নিজস্ব প্রতিনিধি : যার হাতে এখন ব্যাট থাকার কথা, তাঁর হাতেই উঠেছে ক্রাচ। যে জীবন দৌড়োচ্ছিল, সে জীবন থমকে গেছে এক লহমায়। নতুন বছরে প্রথমবার এক পা এক পা করে থাকতে শুরু করলেন ঋষভ পন্থ। সঙ্গী এখন ক্রাচ। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়িতে ক্রাচে ভর দিয়েই হাঁটলেন পন্থ। সাদা টি শার্ট, কালো শর্টস পরে বাড়িতে খোলা আকাশের নীচে ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন ভারতের উইকেটকিপার–ব্যাটার। গাল ভর্তি দাড়ি, একটু ঝুঁকেই হাঁটছেন তিনি। নিজের অনুভূতিটুকুও জানিয়েছেন ঋষভ। পন্থ ক্যাপশনে লিখেছেন, এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। এক ধাপ শক্তিশালী হয়ে ওঠা। এক ধাপ ভাল হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে যাওয়া।'

সোশাল মিডিয়ায় এই ছবি ঋষভ পন্থ পোস্ট করতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। ডান পায়ে এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে তাঁর। ডান হাতের কনুইয়ের কাছেও টেপ ব্যান্ডেজ। কাটা দাগ স্পষ্ট। পা এখনও বেশ ফুলেই রয়েছে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর এই প্রথম ছবি পোস্ট তাঁর। এর আগে হাসপাতালের ছবি দিয়েছিলেন তিনি। জানিয়েছেন, শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ। এবার নিজেকেই যেন মোটিভেট করলেন এমন ছবি ও ক্যাপশন পোস্ট করে। গত ৩০ ডিসেম্বর বর্ষবরণের পার্টি করবেন বলে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এরপরই উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। জ্বলে যাওয়া গাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচেন। নিজে ক্রমশ ধাতস্থ হয়ে জানিয়েছেন, মৃত্যুমুখ থেকেই প্রায় ফিরে এসেছেন। এরপর প্রথমে দেহরাদুনের হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, এরপর মুম্বইতে এনে চিকিৎসা হয়। সেখানেই ঋষভ পন্থের ডান পায়ের হাঁটুর লিগামেন্টে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচার হয় ডান পায়ের গোড়ালিতেও। সেখান থেকেই বাড়ি ফিরেছেন। সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তাঁর ঘেঁটে গেছে। ভারতীয় দলের হয়ে যেমন খেলতে পারছেন না, আইপিএলেও খেলতে পারবেন না। কবে ফিরবেন মাঠে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে ভক্তদের আশা, এ'বছরের শেষের দিকেই ফের মাঠে দেখা যেতে পারে ঋষভ পন্থকে।

টানা দ্বিতীয় জয় মহিলা বিশ্বকাপে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার মেয়ে রিচার দাপটে এবার ক্যারিবিয়ানদের বধ ভারতের মেয়েদের বিশ্বকাপে পাক ব্রিগেডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে অভিযান শুরু করে ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচেও সেই ধারা বজায় রইল। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৬ উইকেটে হারাল ভারতের মেয়েরা। সেইজন্যে সেই রিচার অসাধারণ ইনিংস। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জেমাইমার সঙ্গী হয়ে ২০ বলে ৩১ রান করে ভারতের জয় এনে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা, এদিন ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ৩২ বলে করলেন অপরাজিত ৪৪ রান। শেষপর্যন্ত ভারতকে বড় জয় এনে দিয়ে সেমিফাইনালের রাস্তা অনেকটাই পরিষ্কার করলেন তিনি। এদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জিতে প্রথম ব্যাট করা সিদ্ধান্ত নেয়। তাতে ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১১৮ রান তোলে। দীপ্তি শর্মা বল হাতে ৪ ওভারে ১৫ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। বাকি দুটি উইকেট নেন রেণুকা সিং, পূজা বস্ত্রকার। একটা রান আউট। ওপেনার স্টেফানি টেলর ও তিন নম্বরে নামা শেমাইন ক্যাম্পবেলে ছাড়া কেউই বলার মতো রান করতে পারেননি। টেলর ৪০ বলে ৪২ রান করেন। যারমধ্যে রয়েছে ৬ চার। অন্যদিকে ক্যাম্পবেলের ব্যাট থেকে আসে ৩৬ বলে ৩০ রানের ইনিংস। ৩ বাউন্ডারি মারেন তিনি। ভারতের বোলাররা অলআউট করতে না পারলেও নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন। ফলে, বড় স্কোর করার সুযোগই পায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১১৯ রান তাড়া করতে নেমে অবশ্য স্মৃতি মান্ধানার উইকেট দ্রুত হারায় ভারত। চোট সারিয়ে এই ম্যাচে ওপেন করতে নেমে ১০ রানের বেশি করতে পারেননি ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি দাম পাওয়া মান্ধানা। এরমধ্যে অবশ্য দুটি চার মেরেছিলেন। অন্য ওপেনার অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক শেফালি ভার্মা দারুণ শুরু করলেও ২৩ বলে ২৮ রান করে ফিরে যান। গত ম্যাচে দুরন্ত খেলা জেমাইমা রডরিগেজও মাত্র ১ রানে ফিরে যান। দ্রুত ৩ উইকেট পড়ে যাওয়ায় ধীরেসুস্থে খেলতে থাকেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। তিনি ৪২ বলে ৩৩ রান করেন। তবে ঝোড়ো ইনিংস খেলে ম্যাচ জিতিয়ে দেন বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষ। ৩২ বলে ৪৪ রানের ইনিংসে ছিল ৫ চার। ১৮.১ বলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেন রিচারা। ম্যাচের সেরা হন দীপ্তি শর্মা।

স্মৃতি–রিচাদের নিয়ে দল গঠনের পিছনে আরসিবির রসায়ন পাঁচ মাসের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরাট কোহলি, এবি ডিভিলিয়ার্সরা কোনোদিন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে আইপিএল জয়ের স্বাদ দিতে পারেননি। পারেননি ক্রিস গেইলও। বরাবর প্রচুর খরচ করে তারকা ক্রিকেটার দলে নিলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি বেঙ্গালুরুর ফ্র্যাঞ্চাইজি। এবার শুরু হচ্ছে মেয়েদের আইপিএল। ওম্যানস প্রিমিয়ার লিগেও (ডব্লুপিএল) নাম লিখিয়েছে আরসিবি। তবে এবার দল গঠনের ক্ষেত্রে তারা কোনো তাড়াহুড়ো করেনি। প্রায় ৫ মাস ধরে পরিকল্পনা করে দল গঠন করেছে তারা। গত জানুয়ারি মাসে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সরকারিভাবে মহিলাদের আইপিএল আয়োজনের কথা জানিয়েছিল। কিন্তু তার আগে থেকেই ডব্লুপিএলের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন বিসিসিআই কর্তারা। চুপ করে বসে ছিল না আরসিবি কর্তৃপক্ষও। সরকারিভাবে ডব্লুপিএল ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই তারা দেশের মহিলা ক্রিকেটারদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। বিভিন্ন রাজ্য দলের মহিলা ক্রিকেটাররাও ছিলেন আরসিবি কর্তৃপক্ষের নজরে। ক্রিকেটার সন্ধানের কাজ বেঙ্গালুরু শুরু করেছিল গত বছর অক্টোবর মাস থেকে। সেসময় থেকেই তাদের র‍্যাডারে ছিল স্মৃতি মান্ধানার নাম। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগিতাগুলিতে উপস্থিত থেকেছেন আরসিবির প্রতিনিধিরা। পুরো দেশ এমনকী দেশের বাইরেও মহিলা ক্রিকেটারদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনেছেন তাঁরা। কখনও বা নিজেরা উপস্থিত থেকে চাক্ষুস করেছেন ক্রিকেটারদের খেলা। মান্ধানাকে দলে নিতে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার পরিকল্পনা আগেই করে নিয়েছিল আরসিবি। মান্ধানার আগ্রাসী ব্যাটিং তো রয়েছেই, পাশাপাশি তাঁর মধ্যে রয়েছে ভালো অধিনায়ক হওয়ার রসদও। মহিলাদের ক্রিকেটের সবক'টি ফরম্যাটের সর্বোচ্চ স্তরেই সফল তিনি। ভারতের এই ওপেনারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বেঙ্গালুরুর ডিরেক্টর অব ক্রিকেট অপারেশনস মাইক হেসেন। তিনি বলেন, 'ও একজন দারুণ ব্যাটার। ভালো নেতৃত্বও দিতে পারে। মান্ধানাকে অধিনায়ক হিসাবে ধরেই আমরা দল সাজানোর পরিকল্পনা করেছিলাম।'আরসিবি নিলামে তুলে নিয়েছে বাংলার উইকেটরক্ষক–ব্যাটার রিচা ঘোষ, জাতীয় দলের অন্যতম তারকা পেসার রেণুকা সিং, অস্ট্রেলিয়ার এলিসা পেরি, নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইনকে। দলে নেওয়া হয়েছে হিদার নাইটের মতো অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারকেও। বাংলার উঠতি পেসার প্রীতি বোসকেও নিয়েছে আরসিবি। দেশি–বিদেশি, সিনিয়র–জুনিয়র মিলিয়ে মহিলাদের আইপিএলে আরসিবি দলের ভারসাম্য বেশ ভালো। নিলামে হিসাব করে টাকা খরচ করেও ভালো দল বানিয়েছে তারা। নজরে থাকা অধিকাংশকেই তুলে নিতে পেরেছে আরসিবি। এখনও হাতে রয়েছে দশ লক্ষ টাকা। আর এই সবই ঘটেছে পরিকল্পনামাফিক।

তিন সেরা ফুটবলারের টক্করে কে জিতবেন দ্য বেস্ট, রইল তার কারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হবে ২০২২ সালের দ্য বেস্ট' ফিফা মেনস প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ডের জয়ীর নাম। বছরজুড়ে দুর্দান্ত খেলা লিওনেল মেসির সঙ্গে এই লড়াইয়ে আছেন দুই ফরাসি করিম বেঞ্জেমা ও কিলিয়ান এমবাপে। কে জিতবেন তা নিয়েই চলছে জল্পনা। কেন জিতবেন তা নিয়েও চলছে বিশ্লেষণ। দেখে নেওয়া যাক কার পাল্লা ভারী।

লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা ও পিএসজি)

কাতার বিশ্বকাপে দলকে ট্রফি জিতিয়েছেন মেসি। পিএসজিতে তাঁর গোল আর অ্যাসিস্টে দলকে উপহার দিচ্ছে একের পর এক জয়। আবার জাতীয় দলের জার্সিতে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন বছরজুড়ে। ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে করেন জোড়া গোল। বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭ গোল ও সর্বোচ্চ ৩টি অ্যাসিস্টে জেতেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার।

কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স ও পিএসজি)

কাতার বিশ্বকাপের মেসির মতো অবিশ্বাস্য ফর্মে ছিলেন ফরাসি এই স্ট্রাইকার। শেষ পর্যন্ত জিততে না পারলেও নিজেকে ঠিকই সেরা প্রমাণ করেন। ৪ গোল করে জিতে নেন সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট। এছাড়া গত মরসুমে লিগে পিএসজির ট্রফি জয়ে বড় ভূমিকা রেখে ছিলেন এমবাপে। সর্বোচ্চ ২৮ গোল করার পাশাপাশি সর্বাধিক ১৭টি অ্যাসিস্টও করেন তিনি।

করিম বেঞ্জেমা (রিয়াল মাদ্রিদ)

কাতার বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ছিলেন করিম বেঞ্জেমা। কিন্তু চোটের কারণে বিশ্বকাপে খেলা হয়নি তাঁর। তবে গত মরসুমে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে তাঁর ছিল ঝলমলে পারফরমেন্স। বিশেষ করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বোচ্চ ১৫টি গোল করেন বেঞ্জেমা। এর ১০টি ছিল নকআউট পর্বে। শেষ ষোলো ও কোয়ার্টার–ফাইনালে ফরাসি তারকার হ্যাটট্রিকে পিএসজি ও চেলসিকে বিদায় করে দেয় স্প্যানিশ দল রিয়াল। সেমিফাইনালেও করেন গোল। এছাড়া লা লিগার ট্রফি জয়ে সর্বোচ্চ ২৭ গোল করেন বেঞ্জেমা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৬ ম্যাচে করেন ৪৪ গোল।

মহিলা আইপিএলে প্রায় ৬০ কোটি টাকা খরচে তৈরি ৫ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুম্বইয়ে হয়ে গেল ৫ দলের ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগের নিলাম। যেখানে প্রথম ডাকেই ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকায় ভারতীয় ওপেনার স্মৃতি মান্ধানাকে কিনেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। শেষ পর্যন্ত নিলামের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হয়েছেন স্মৃতিই। বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩ কোটি ২০ কোটি টাকা করে দাম পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলি গার্ডনার ও ন্যাট সিভার–ব্রান্টের। গার্ডনারকে নিয়েছে গুজরাট জায়ান্টস, সিভার–ব্রান্টকে নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।সব মিলিয়ে নিলামে বিক্রি হয়েছে ৮৭ জন খেলোয়াড়। এরমধ্যে ৩০ জন বিদেশি। প্রতিটি দলের জন্য বাজেট ছিল ১২ কোটি, ৫টি দল মিলে নিলামে খরচ করেছে ৫৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা। দিল্লি ক্যাপিটালস খরচ করেছে ১১.৬৫ কোটি টাকা। আরসিবি খরচ করেছে ১১.৯০ কোটি টাকা। ১২ কোটি টাকা খরচ করেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ১১.৯৫ কোটি টাকা খরচ করেছে গুজরাট জায়ান্টস। ১২ কোটি টাকা খরচ করেছে ইউপি ওয়ারিয়র্স।

হাঁড়গ্রামে উৎসবের আবহে আন্তঃস্কুল ছাত্রী কবাডি প্রতিযোগিতা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: মোবাইল গেমের ধাক্কায় গ্রামবাংলার বুকে ধুঁকতে থাকা 'প্রাণের খেলা' কবাডিকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহে মেতে উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার হাঁড়গ্রাম। গত ৪ ফেব্রুয়ারি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভাতার থানার হাঁড়গ্রাম উমাসুন্দরী পাবলিক হাইস্কুলের পরিচালনায় আন্তঃস্কুল ছাত্রী কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। হাঁড়গ্রাম উমাসুন্দরী পাবলিক হাইস্কুলে আয়োজিত এই কবাডি টুর্নামেন্টে ভাতার থানা এলাকার আটটি স্কুলের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। একটি এনজিও'র অর্থানুকূল্যে আয়োজিত এই

টুর্নামেন্টকে ঘিরে এদিন হাঁড়গ্রামে ছিল কার্যত উৎসবের আবহ। এলাকায় এই প্রথম আন্তঃস্কুল ছাত্রী কবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন। স্বাভাবিক ভাবেই সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে একটা বাড়তি উৎসাহ ছিল। খেলার মাঠে শত শত সাধারণ মানুষের সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী সহ বিভিন্ন স্তরের একাধিক জনপ্রতিনিধি। এদিনের টুর্নামেন্টে ভাতার গার্লস হাইস্কুলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় হাঁড়গ্রাম উমাসুন্দরী পাবলিক হাইস্কুল। হাঁড়গ্রামের বাসিন্দা দেবাশিস দালাল বলেন, আমাদের এলাকায় আগে কখনও এধরনের কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই খেলাকে কেন্দ্র করে সকলের মধ্যেই একটা উৎসাহ ছিল। আধুনিক জীবনযাত্রার পাকে পড়ে ইঁদুর দৌড়ে শামিল সমাজব্যবস্থায় গ্রামবাংলার বুকেই যখন কবাডি খেলা চরম অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে তখন এধরনের টুর্নামেন্টের আয়োজন করে নিঃসন্দেহে পথ দেখাল হাঁড়গ্রাম। অন্যদিকে, পরদিন এই জেলারই শেষ প্রান্তে কাটোয়া শহরের বুকে দিনভর মহিলা কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। নেহেরু যুব কেন্দ্র, বর্ধমান–এর সহযোগিতায় এবং পূর্ব বর্ধমান স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় জেলাস্তরের এই কবাডি প্রতিযোগিতায় কাটোয়া ২ নং ব্লককে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় কাটোয়া ১ নং ব্লক। এদিনের টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল কবাডি সিলেক্টর এবং কোচ খোদাবক্স হোসেন, বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব কিশোরকুমার মালাকার, জ্যোতি চৌধুরী প্রমুখ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com